পুঁজিবাজারে
বিনিয়োগের
অ আ ক খ

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

রচনা ও সম্পাদনা

জনাব হাফিজ মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ, অতিরিক্ত পরিচালক, বিএসইসি;
জনাব সারা তাসনুভা, সহকারী পরিচালক, বিএসইসি;
জনাব আল হাসান, ফ্যাকাল্টি গ্রেড-৫, বিএএসএম;
জনাব মিঠুন চক্রবর্তী, ফ্যাকাল্টি গ্রেড-৫, বিএএসএম;
জনাব এস, এম, কালবীন ছালিমা, সহকারী অধ্যাপক, বিআইসিএম;
জনাব ফাইমা আক্তার, প্রভাষক, বিআইসিএম

২য় সংস্করণ

মে ২০২৬

ডিজাইন ও মুদ্রণ
মাগুরা মাল্টিপ্লেক্স পিএলসি
ব্লক-ই, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা- ১২২৯

সূচিপত্র

ভূমিকা	৪
আর্থিক সাক্ষরতা (Financial Literacy)	৬
আর্থিক সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা	৬
আর্থিক সাক্ষরতা ব্যতীত একজন বিনিয়োগকারী যা করতে পারে	৬
আর্থিক সাক্ষরতার কৌশল	৭
অর্থ (Money)	৭
সঞ্চয় (Savings)	৮
অর্থের সময় মূল্য (Time Value of Money)	১১
বিনিয়োগের তিন স্তম্ভ	১২
কেন আমি বিনিয়োগ করব	১৩
আর্থিক পরিকল্পনা	১৬
বাংলাদেশের পুঁজিবাজার	২৯
পুঁজিবাজার	৩১
পুঁজিবাজারে বিনিয়োগযোগ্য পণ্যসমূহ	৩৩
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কার্যাবলি	৪০
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)	৪১
স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যাবলি	৪১
নবাগত বিনিয়োগকারীর জন্য বিনিয়োগের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়সমূহ	৪৪
সূচক (Index)	৪৮
শেয়ার ক্যাটাগরি	৪৯
বিভিন্ন ধরনের ক্রয় / বিক্রয় আদেশ (orders)	৫০
পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা (Portfolio Management)	৫৩
মৌলভিত্তি সম্পন্ন কোম্পানি (Fundamentally Strong Company)	৫৬
ঋণকৃত বিনিয়োগ (Margin Loan)	৫৭
ঝুঁকি এবং মুনাফা	৬২
ঝুঁকির প্রকার/ধরন	৬৪
আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ	৬৯
আর্থিক বিবরণী এবং এদের উপাদানসমূহ	৬৯
বিবিধ	৮০
দৈনন্দিন লেনদেনে বিনিয়োগকারীদের সতর্কতা	৮০
বিনিয়োগকারীদের জন্য পালনীয় শর্তাদি ও বিনিয়োগের মৌল নির্দেশক সমূহ	৮১
তালিকাভুক্ত কোম্পানির সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার	৮৪
আয়কর সংক্রান্ত সুবিধাদি	৮৫
আপনার অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণের জন্য করণীয়	৮৫
পুঁজিবাজারে মিডিয়ার প্রভাব এবং সচেতন বিনিয়োগকারীর করণীয়	৮৬
সাইবার সিকিউরিটি এবং আমাদের করণীয়	৮৭

ভূমিকা

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে পুঁজিবাজার অর্থনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি নিরপেক্ষ, সুসংগঠিত এবং স্বচ্ছ পুঁজিবাজার অপরিহার্য। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারীর আনুপাতিক হার বিশ্বের অন্যান্য পুঁজিবাজারের তুলনায় অনেক বেশি এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ পেশাদার তহবিল ব্যবস্থাপকদের মাধ্যমে বিনিয়োগ না করে সরাসরি বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পেশাদারিত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ বিনিয়োগকারী নিজের বর্তমান আর্থিক অবস্থা, ভবিষ্যৎ আর্থিক পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ না করে অন্যদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বা লোকমুখে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের গুজবের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকে। তালিকাভুক্ত কোম্পানির আর্থিক বিবরণী এবং অন্যান্য তথ্যাদি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে না পারার কারণে তারা গুজব, ভুল ধারণা এবং আবেগের ভিত্তিতে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ফলে বাজারে তথ্যের অসামঞ্জস্যতা বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়ে বৃহৎ বিনিয়োগকারীদের অনুসরণ করে থাকে। এর ফলে বাজার কারসাজির সম্ভাবনা বহুগুণে বেড়ে যায় এবং বিনিয়োগকারীদের ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ থাকে। সঠিক বিনিয়োগ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বিনিয়োগকারীরা ভুল বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শুধু যে নিজেদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে তাই নয়, তাদের কার্যক্রমে পুঁজিবাজার তথা দেশের অর্থনীতি অস্থিতিশীল হতে পারে।

আর্থিক সাক্ষরতা হচ্ছে ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান। সঠিক আর্থিক সাক্ষরতার ফলে আর্থিক জালিয়াতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং সুরক্ষিত আর্থিক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দ্বৈত সুবিধা পাওয়া যায়। আর্থিক সাক্ষরতা বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন বিনিয়োগ পণ্যের উপযুক্ততা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনে সহায়তার মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। বিনিয়োগকারী যদি ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়ে নিশ্চিত লাভের প্রত্যাশায় বিনিয়োগ করেন তবে স্বল্প লোকসানও তাকে হতাশাগ্রস্ত করতে পারে।

বিনিয়োগকারীদের আস্থা বজায় রাখা ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের অন্যতম উপায় হচ্ছে আর্থিক সাক্ষরতার যথাযথ জ্ঞানের মাধ্যমে তাদেরকে নিজ আর্থিক সক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করা।

বিদ্যমান বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণের মনোভাব তৈরি করা এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের কেবলমাত্র বিনিয়োগ শিক্ষা আত্মস্থ করেই বিনিয়োগ করার আহ্বান জানানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন চালু করেছে দেশব্যাপী আর্থিক সাক্ষরতা কার্যক্রম "বিনিয়োগের অ আ ক খ"। সরকার বিগত ৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে এই কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন।

আর্থিক সাক্ষরতা কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে বিনিয়োগ শিক্ষা পৌঁছে দেয়া, দেশের প্রতিটি মানুষকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিনিয়োগ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, অর্থের ভূমিকা, সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের সুবিধাদি, সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তর করার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তাদের বিনিয়োগ সুরক্ষার উপায় অবলম্বনের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা।

জনগণকে অর্থনীতি ও বিনিয়োগের সাধারণ বিষয়াবলি সম্পর্কে সচেতন করাই আমাদের লক্ষ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগকারীরা আর্থিক বাজার এবং এর বিভিন্ন পণ্যের চরিত্র, গতিবিধি ও ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত না হচ্ছে এবং নিজেদেরকে আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করার উপায় না বুঝতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থনীতি ও সমাজের সার্বিক উন্নয়ন আশা করা যায় না। আমাদের দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন ও এর স্থিতিশীলতার জন্য এ দেশের মানুষকে বিনিয়োগ শিক্ষায় শিক্ষিত করা প্রয়োজন।

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ/আর্থিক সাক্ষরতা সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে এই পাঠ্যসূচিটির প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করি বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ জনগণ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদেরকে অযৌক্তিক বিনিয়োগ আচরণ থেকে বিরত রাখার পাশাপাশি জেনে-বুঝে স্বীয় বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ঝুঁকি গ্রহণের প্রবণতা থেকে দূরে রাখবেন।

অধ্যায়ঃ ০১

আর্থিক সাক্ষরতা

(Financial Literacy)

আর্থিক সাক্ষরতা (Financial Literacy)

সহজ অর্থে, আর্থিক সাক্ষরতা (Financial Literacy) হলো সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্তগ্রহণের নিমিত্ত বিনিয়োগ সম্পর্কিত জ্ঞান যা আমরা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যবহার করে থাকি। অন্যভাবে আর্থিক সাক্ষরতা বা ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি হচ্ছে অর্থের ব্যবহার, আয় এবং সঞ্চয়ের ব্যবস্থাপনা এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা ব্যবসার বিনিয়োগ পরিকল্পনা সংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞান। বিভিন্ন বিনিয়োগ পণ্যের সুবিধা, অসুবিধা, সম্ভাব্য আয় ও ঝুঁকি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করে নিজস্ব সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণই হচ্ছে আর্থিক সাক্ষরতা। আর্থিক সাক্ষরতা বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগত মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে জ্ঞানের ভিত্তিতে দায়িত্বশীল আর্থিক সিদ্ধান্তগ্রহণে সাহায্য করে।

আর্থিক সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা

অর্থ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত ধারণা অর্জনের মাধ্যমে সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা অপরিহার্য। নিজস্ব আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন বিনিয়োগ পণ্যের উপযুক্ততা যাচাই এবং অর্থ ও এর ব্যবহার সংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞান অর্জনের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা প্রয়োজন। আর্থিক বাজারে প্রতিনিয়ত নতুন এবং জটিল পণ্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এগুলো সম্পর্কিত জ্ঞান না থাকলে বিনিয়োগকারী আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। আর্থিক অনিয়ম এবং প্রলোভন থেকে সুরক্ষিত থেকে নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ অর্জনের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা অপরিহার্য। বিনিয়োগ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায় যা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

আর্থিক সাক্ষরতা ব্যতীত একজন বিনিয়োগকারী যা করতে পারে

- আর্থিক বাজার এবং এর পণ্যসমূহের ঝুঁকি সম্পর্কে না জেনে কাল্পনিক অতিরিক্ত লাভের আশায় ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যে বিনিয়োগ। নিজস্ব আর্থিক ও ঝুঁকি বহন করার ক্ষমতা যাচাই না করে তুলনামূলক বেশি মূল্যে বিনিয়োগ করে মূল্যপতনে ভীত হয়ে বিক্রয়।
  প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই না করে গুজবের ভিত্তিতে বিনিয়োগ।
- পরিশোধের ক্ষমতা যাচাই না করে উচ্চসুদে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ।
- সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না করা।
- বিনিয়োগ বিন্যস্তকরণ (Portfolio Management) ব্যতীত এক বা একই ধরনের পণ্যে বিনিয়োগ।
- বিকল্পসমূহ না জেনেই তথাকথিত বড় বিনিয়োগকারীদের অনুসরণ করে বিনিয়োগ।

এর ফলে যা হয়

- বিনিয়োগকারী ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে হতাশায় আক্রান্ত হয় ও বিনিয়োগ বিমুখ হয়ে পড়ে।
- সঞ্চয় অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং ব্যয় প্রবণতা বেড়ে যায়।
- আর্থিক বাজারে তারল্য কমে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য করণীয়

- আর্থিক বাজার, প্রতিষ্ঠান, পণ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করা।
- মনোভাব এবং চিন্তার ধরন পরিবর্তনে সাহায্য করা।
- আর্থিক প্রাপ্তি ও ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করে যাচাই-বাছাই এর মনোভাব ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে তোলা।
- সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গঠনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা।

আর্থিক সাক্ষরতার কৌশল

- আর্থিক সাক্ষরতা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণি, পেশা বা বয়সের জন্য নয়, এই কার্যক্রম হবে সর্বব্যাপী, সকল জনগণের জন্য, ব্যাপক এবং সুবিস্তৃত।
- সবার জন্য শিক্ষার মাধ্যম এক হবে না, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি / পেশা এবং বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হবে।
- শিক্ষার বিষয়বস্তু সবার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং সহজে বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করা হবে।
- বিদ্যমান এবং সম্ভাব্য সকল বিনিয়োগকারীর দোরগোড়ায় বিনিয়োগ শিক্ষা পৌঁছানো হবে।
- আর্থিক সাক্ষরতা কার্যক্রম স্বল্পমেয়াদি হবে না। একটি পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে, যা ক্রমান্বয়ে সকল মানুষকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলবে।
- যুগোপযোগী আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জীবনের প্রতিটি স্তরে বিনিয়োগ শিক্ষা অর্জন করা অপরিহার্য। তাই বলা যায় এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিনিয়োগ শিক্ষার কৌশল দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নে প্রয়োগ করতে হবে।

যা জানা প্রয়োজন

অর্থ (Money): আদিমকালে একটি পণ্য বা সেবার বিপরীতে অন্য একটি পণ্য কিংবা সেবার বিনিময়ের প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদিত বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থের প্রচলন করা হয়। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় কিংবা পণ্য বা সেবার মূল্য বিভিন্ন দেশে অর্থের বিভিন্ন একক। যেমনঃ ডলার, রুপি, টাকা ইত্যাদি দ্বারা নির্ধারণ করা হয়।

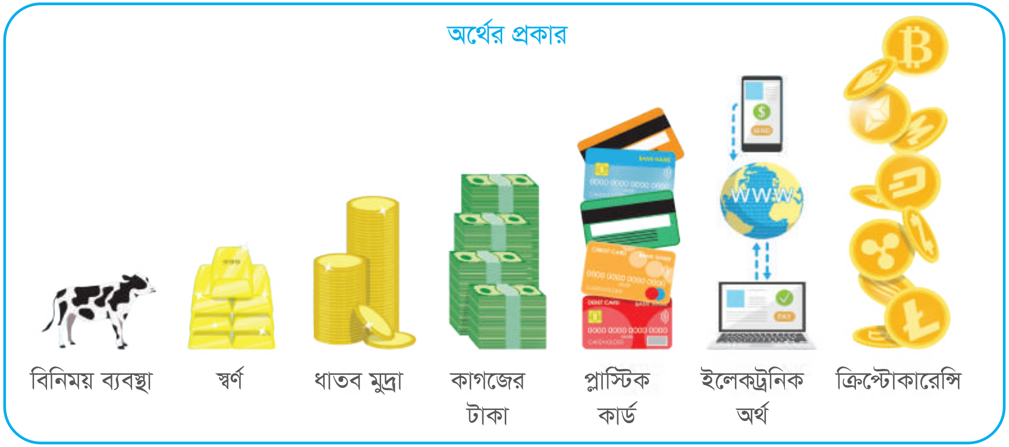
অর্থের প্রকার
বিনিময় ব্যবস্থা
স্বর্ণ
ধাতব মুদ্রা
কাগজের টাকা
প্লাস্টিক কার্ড
ইলেকট্রনিক অর্থ
ক্রিপ্টোকারেন্সি

সঞ্চয় (Savings): সঞ্চয় হলো খরচের পরে আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ। ভবিষ্যতের প্রয়োজন নির্বাহের জন্য সঞ্চয় করা হয়। বিনিয়োগের মাধ্যমে সঞ্চয়ের মূল্যহ্রাস রোধ করা যায়, মুনাফাও অর্জিত হয়। চাকরিজীবীরা সঞ্চয় করেন অবসর-উত্তর আর্থিক চাহিদা মেটানো ও নিরাপদ জীবনের জন্য।

সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য	সঞ্চয়ের মাধ্যম (Savings Vehicles)	উদাহরণ
১) ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা	হাতে নগদ ও ব্যাংকে জমা (FDR, DPS)	জনাব "ক" মাসিক ২০০০ টাকা হারে প্রতি মাসে উচঝ হিসাবে জমা রাখেন।
২) অবসরকালীন খরচ নির্বাহ	দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ (আনুতোষিক ফান্ড)	জনাব "খ" তার বেতনের ১০% হারে আনুতোষিক ফান্ডে জমা দিয়ে থাকেন।
৩) ব্যবসায়িক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে খরচ/ অবসর-উত্তর চিকিৎসা	দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ (জমি ক্রয়, শেয়ার/ বন্ড)	সন্ধ্যাতারা লিমিটেড তার পুঞ্জীভূত লাভ হতে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে এক খণ্ড জমি ক্রয় করে। জনাব 'গ' মাসিক উদ্বৃত্ত টাকা হতে শেয়ার/ বন্ড ক্রয় করেন।

ছক ১.১: সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য ও মাধ্যম

মূল্যস্ফীতি (Inflation): নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে সেবা বা পণ্যের বাজার মূল্যের বৃদ্ধি।

অর্থের প্রকৃত মূল্য (Real Value of Money): মূল্যস্ফীতি বাদে নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের মূল্য।

প্রয়োজন (Need): দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য আবশ্যিক পণ্য বা সেবা লাভের অনুপ্রেরণাকে প্রয়োজন বলে। জীবনযাত্রার মান ভেদে একেক জনের প্রয়োজন একেক রকম হয়।

চাহিদা (Demand): সাধারণভাবে কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যদি আর্থিক সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে চাহিদার সৃষ্টি হয়।

জোগান (Supply): একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা/সরবরাহকারীরা কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয় করতে রাজি থাকে তাকেই সরবরাহ বা জোগান বলে। এর সাথে ক্রেতার চাহিদার সম্পর্ক রয়েছে।

বাজার মূল্য (Market Price) : বাজারে যে মূল্যে পণ্য বিক্রি হয় তাকে বাজার মূল্য বলে। ক্রেতা-বিক্রেতারা এ মূল্যের নির্ধারক।

ভারসাম্য মূল্য (Equilibrium Price): বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতারা স্বাধীনভাবে দর-কষাকষি করে সেবা ও দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করে। ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে এরকম দর কষাকষির ফলে একটি নির্দিষ্ট দামে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমতা আসে। এভাবে চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাবেই সেবা বা দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় এবং এ দামেই সেবা বা দ্রব্যটি ক্রয়বিক্রয় হয়। একেই ভারসাম্য মূল্য বলা হয়।

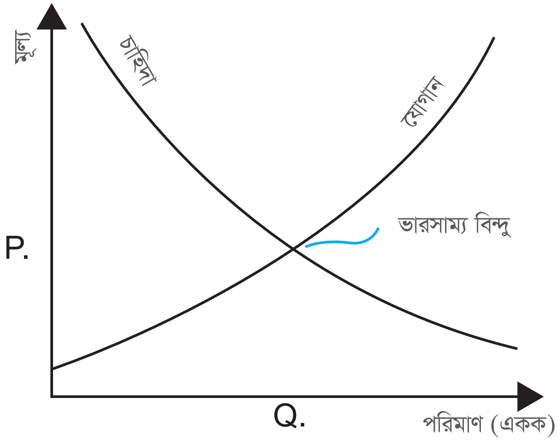

চিত্রঃ ১.১: ভারসাম্য মূল্যের গ্রাফ

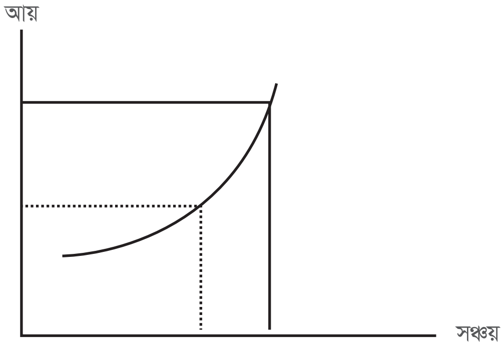

কোনো ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি পেলে সঞ্চয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়

চিত্র ১.২: আয় ও সঞ্চয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক

অর্থের সময় মূল্য (Time Value of Money): অর্থের সময় মূল্য বলতে বুঝায় ভবিষ্যতের একই পরিমাণ অর্থের চেয়ে বর্তমান অর্থের মূল্য বেশি। সহজ কথায় আজকের দিনে ১০০ টাকা থাকা পরের বছর ১০০ টাকা থাকার চেয়ে বেশি মূল্যবান। কারণ সময়ের সাথে সাথে, মূল্যস্ফীতির কারণে পণ্য বা পরিষেবার দাম বাড়তে পারে, তাই আপনার অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আজকের দিনে ১০০ টাকায় ১ কেজি চাল কিনতে পারলেও, পরের বছর মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে ১০০ টাকায় ১ কেজির কম চাল পাওয়া যাবে অথবা ১ কেজি চাল কিনতে ১০০ টাকার বেশি খরচ হবে।

এই নীতি অনুযায়ী অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে। অর্থের সময়ের মূল্য আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে সময়ের সাথে অর্থের মূল্য কীভাবে পরিবর্তিত হয় এবং সেটি সঞ্চয় বিনিয়োগ বা ঋণ নেওয়ার মতো সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরুপ, বিনিয়োগের মূল্যায়ন করার সময়, পেশাদাররা প্রত্যাশিত আয়ের (expected return) বর্তমান মূল্য (present value) গণনা করতে “অর্থের সময়ের মূল্য” ধারণা ব্যবহার করে তাদের বিভিন্ন বিনিয়োগের সুযোগের তুলনা করতে পারে। পেশাদাররা ছাড়াও ব্যক্তিরাও তাদের আর্থিক পরিকল্পনার (personal finance) জন্য এটি ব্যবহার করে, যেমন অবসর গ্রহণের জন্য কত সঞ্চয় করতে হবে তা গণনা করা যায়।

বিনিয়োগ (Investment): বর্তমান সঞ্চয় হতে ভবিষ্যৎ মুনাফা অর্জন, সঞ্চয়ের উপযোগিতা বজায় রাখা এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য দীঘমেয়াদে সঞ্চয়ের ব্যবহারকেই বিনিয়োগ বলে। দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক লক্ষ্য অর্জন বা ভবিষ্যৎ ব্যয় নির্বাহের জন্য বিনিয়োগ করা হয়। বিচক্ষণ বিনিয়োগ যেমন দীর্ঘমেয়াদে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটায়, তেমনি অবিবেচনাপ্রসূত বিনিয়োগ সম্পদের হ্রাস ঘটায়।

বিনিয়োগের তিন স্তম্ভ

তারল্য (Liquidity): কত সহজে এবং কম সময়ে উল্লেখযোগ্য মূল্যহ্রাস না করে বিনিয়োগকৃত সম্পদ নগদে রূপান্তর করা সম্ভব তা নির্দেশ করে।

তারল্য
নিরাপত্তা
আয় বা প্রবৃদ্ধি

নিরাপত্তা (Safety): বিনিয়োগের ঝুঁকি নির্দেশ করে। বিরূপ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিনিয়োগ হারিয়ে যেতে পারে। মধ্যম ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আয় বা আয়ের প্রবৃদ্ধি প্রয়োজনের চেয়ে কম হতে পারে। মূল্যস্ফীতি টাকার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করে। সুতরাং মূল্যস্ফীতি বিনিয়োগের একটি ঝুঁকি। ভালো বিনিয়োগ মূল্যস্ফীতি হারের চেয়ে অধিক হারে আয় প্রদান করে।

আয় বা প্রবৃদ্ধি (Gain): বিনিয়োগ থেকে সময় সময় বিনিয়োগের আর্থিক প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। বিনিয়োগে ঝুঁকি বেশি হলে আয়ের সম্ভাবনাও বেশি থাকে। নিরাপদ বিনিয়োগ সাধারণত কম আয় বা বিনিয়োগের কম প্রবৃদ্ধি প্রদান করে।

এখন বিষয়গুলো বোধগম্য হওয়ার জন্য একটি উদাহরণ বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

ধরা যাক রহিম ১০,০০০ টাকার শেয়ার ক্রয় করলো। অপরদিকে করিম ১০,০০০ টাকা দিয়ে বন্ড ক্রয় করলো। এখানে, রহিম ও করিমের বিনিয়োগের মধ্যে রহিমের বিনিয়োগটির তারল্য করিমের বিনিয়োগের তুলনায় বেশি, কারণ শেয়ার বন্ডের তুলনায় কম সময়ের মধ্যে নগদে রূপান্তর করা যায়। বন্ড বাজারের তারল্য শেয়ার বাজারের তুলনায় কম।

অপরদিকে, শেয়ারের মূল্যের নিরাপত্তা বন্ডের তুলনায় কম। শেয়ারের তারল্য থাকলেও নিরাপত্তা বিবেচনায় বন্ড বেশি নিরাপদ। আয়ের প্রবৃদ্ধি বিবেচনায়, রহিমের আয় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি করিমের তুলনায়। কারণ বন্ডে আয়ের প্রবৃদ্ধি পরিমাণ অনেকটাই নির্ধারিত, যে বিনিয়োগে ঝুঁকি যত বেশি সে বিনিয়োগের আয়ের সম্ভাবনাও তত বেশি। শেয়ারে বিনিয়োগের নিরাপত্তা কম বিধায় আয়ের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

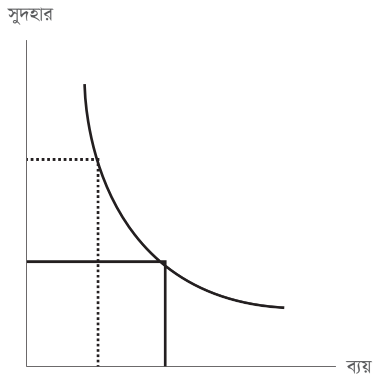

বাজারে সুদহার বেশি থাকলে মানুষের ব্যয় প্রবণতা কমে যায়
এবং বিনিয়োগ মনোভাব বৃদ্ধি পেতে পারে

চিত্রঃ ১.৩: ব্যয় প্রবণতার উপর সুদের প্রভাব

কেন আমি বিনিয়োগ করব

আমি বিনিয়োগ করব যদি আমার সঞ্চিত আর্থিক সম্পদ থেকে আয় করতে চাই, “অর্থের সময় মূল্য” এবং মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমানে সঞ্চয় থেকে ভবিষ্যতে সমান চাহিদা পূরণ করতে চাই, জীবনের সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য অথবা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা মোকাবিলার জন্য সঞ্চয় করতে চাই এবং বর্তমান সঞ্চয়ের ভবিষ্যৎ মান ঠিক রাখতে চাই।

আমার কোন কোন বিনিয়োগ বিকল্প আছেঃ

- পুঁজিবাজারের বিভিন্ন সিকিউরিটিজ-ইক্যুইটি, মিউচুয়াল ফান্ড;
- অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড, বন্ড ইত্যাদি;
- ব্যাংকের পেনশন স্কিম, সঞ্চয় হিসাব, স্থায়ী আমানত;
- বিমা কোম্পানির বিভিন্ন স্কিম।

উপর্যুক্ত বিনিয়োগ বিকল্পগুলোর নির্বাচন নির্ভর করবেঃ

- বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের পরিমাণ;
- ঝুঁকি গ্রহণ করার মানসিকতা;
- তারল্যের প্রয়োজনীয়তা;
- বিনিয়োগের লক্ষ্য ইত্যাদির উপর।

অধ্যায়ঃ ০২

আর্থিক পরিকল্পনা

আর্থিক পরিকল্পনা

আর্থিক পরিকল্পনা

ভবিষ্যতের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা করার এখনই উৎকৃষ্ট সময়। একটি উত্তম আর্থিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের আর্থিক অবস্থাকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। স্বপ্ন বা লক্ষ্য অর্জন করতে হয় একটি দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। আবার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বিভিন্ন অর্থনৈতিক বাধার সাথে প্রতিনিয়ত সমন্বয় করে চলতে হয়। উত্তম পন্থায় সমন্বয় করাই হলো আর্থিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। তবে মনে রাখা দরকার যে, আর্থিক পরিকল্পনা একটি প্রক্রিয়া, কোনো বিনিয়োগ পণ্য নয়।

আর্থিক পরিকল্পনার সুবিধাদি

আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি নিশ্চিত ভবিষ্যৎ প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য। আর্থিক পরিকল্পনাই পারে এই অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের পথ দেখাতে। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করাও আর্থিক পরিকল্পনার অংশ। ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে। ভবিষ্যতের আর্থিক সংকট মোকাবিলার জন্য তহবিল গঠনের সঠিক পথ দেখায় আর্থিক পরিকল্পনা।

আর্থিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ: আর্থিক প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে আর্থিক পরিকল্পনা নিম্নোক্ত বিষয়াদির ওপর আলোকপাত করেঃ

- চলতি ঋণ ও নগদ ব্যবস্থাপনা;
- অবসর ভাতার জন্য বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা;
- আয়কর পরিকল্পনা;
- স্থাবর সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- বিমা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;
- আয়ব্যয় ব্যবস্থাপনা।

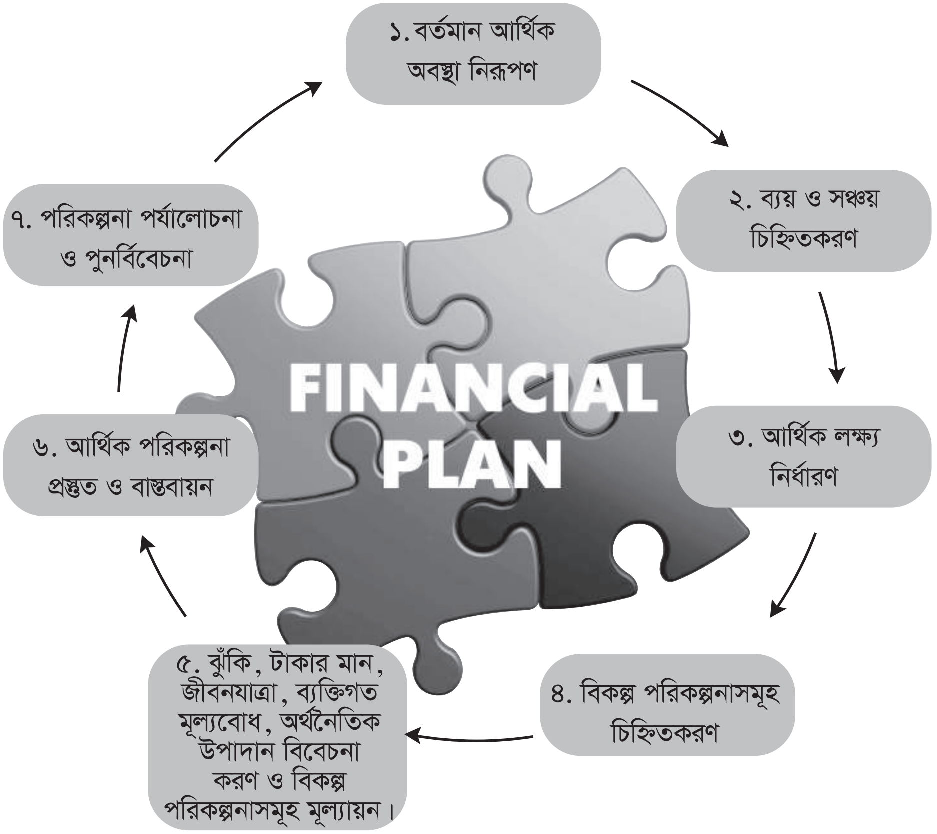
১. বর্তমান আর্থিক অবস্থা নিরূপণ
২. ব্যয় ও সঞ্চয় চিহ্নিতকরণ
৩. আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারণ
৪. বিকল্প পরিকল্পনাসমূহ চিহ্নিতকরণ
৫. ঝুঁকি, টাকার মান, জীবনযাত্রা, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক উপাদান বিবেচনা করণ ও বিকল্প পরিকল্পনাসমূহ মূল্যায়ন।
৬. আর্থিক পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন
৭. পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা
FINANCIAL PLAN

চিত্রঃ ২.১: আর্থিক পরিকল্পনার ধাপসমূহ

১. বর্তমান আর্থিক অবস্থা নিরূপণ:

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে একজন বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগত আর্থিক সক্ষমতা নির্ণয় করা সম্ভব। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীকে তার মোট সম্পদ হতে মোট দায় বাদ দিয়ে নিট সম্পদ বের করতে হবে।

যেমন:

বিবরণী	টাকা	টাকা
সম্পদসমূহ		
হাতে নগদ	২০,০০০	
ব্যাংকে জমা	৩০,০০০	
বাড়ি	৩০,০০,০০০	
অন্যের নিকট পাওনা	২,০০,০০০	
বিনিয়োগ	৫,০০,০০০	
মোট সম্পদ		৩৭,৫০,০০০
দায়সমূহ		
ব্যাংক লোন	২,০০,০০০	
অন্যের নিকট দেনা	২,০০,০০০	
মোট দায়সমূহ		৪,০০,০০০
নিট সম্পদ (মোট সম্পদ - মোট দায়সমূহ)		৩৩,৫০,০০০
মোট দায়সমূহ ও নিট সম্পদ		৩৭,৫০,০০০

২. ব্যয় চিহ্নিতকরণ: বিনিয়োগকারী তার ব্যয় চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে প্রথমত ব্যয়ের শ্রেণিবিন্যাস করবে।

নিম্নরূপে ব্যয়ের শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে:

ক) অপরিবর্তনীয় ব্যয়: যে সকল খরচ প্রতিমাসে সমপরিমাণ থাকে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে।

যেমন: স্কুল বেতন, বাড়ি ভাড়া, ঋণের কিস্তি ইত্যাদি।

খ) পরিবর্তনশীল ব্যয়: যে সকল খরচ প্রতিমাসে পরিবর্তন হয় তবে প্রত্যাশিত একটি সীমার মধ্যে থাকে।

যেমন: খাবার খরচ, পরিবহণ খরচ ইত্যাদি।

গ) আপদকালীন ব্যয়: যে সকল ব্যয় অপ্রত্যাশিত এবং সচরাচর সংঘটিত হয় না।

যেমন: জরুরি চিকিৎসা ব্যয়।

উল্লিখিত ব্যয়ের শ্রেণিবিন্যাস এর পর একজন বিনিয়োগকারী তার বাজেট প্রণয়ন করবে।

একজন চাকরিজীবী ব্যক্তির বয়সভিত্তিক বাৎসরিক তহবিল প্রবাহ (আনুমানিক)

তহবিল প্রবাহ	বয়সের ক্রমবিন্যাস			
	২৫ থেকে ৩৫	৩৬ থেকে ৫০	৫১ থেকে ৬০	৬০ উর্ধ্ব
ক. তহবিল আন্তঃপ্রবাহ (উৎস):				
বেতন	৩৯৬০০০	৫৭৬০০০	৬২৫০০০	০
কৃষি আয়	১০০০০০	১২০০০০	১৪০০০০	১৫০০০০
লভ্যাংশ ও সুদ আয়	৫০০০	২৫০০০	৭৫০০০	২৫০০০০
অন্যান্য উৎস থেকে আয়	১০০০	১০০০	১২০০০	১৫০০০০
ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ	৫০০০	৬০০০০	৪০০০০	০
মোট তহবিল আন্তঃপ্রবাহ	৫৬১০০০	৭৯০০০০	৮৯২০০০	৫৫০০০০
খ. তহবিলের বহিঃপ্রবাহ:				
বাড়ি ভাড়া বাবদ খরচ সাংসারিক খরচ	১৮০০০০	২১৬০০০	২৬০০০০	০
	২৪০০০০	২৪০০০০	২৮৮০০০	১৪০০০০
চিকিৎসা খরচ	৫০০০	২৫০০০	৭৫০০০	৩৫০০০০
সন্তানের শিক্ষা খরচ	২০০০০	৫০০০	৩০০০	০
অন্যান্য খরচ (আয়কর, ঋণের কিস্তি ইত্যাদি)	২৪০০০	৩০০০	৩২০০০	৫০০০
মোট তহবিল বহিঃপ্রবাহ	৪৬৯০০০	৫৬১০০০	৬৮৫০০০	৪৯৫০০০
গ. মোট সঞ্চয় (ক- খ)	৯২০০০	২২৯০০০	২০৭০০০	৫৫০০০
ঘ. বিভিন্ন বিনিয়োগ পণ্যে মোট সঞ্চয়ের বিনিয়োগ:				
প্রভিডেন্ট ফান্ডের চাদা	১৯৪০০	২৮৭৫০	৩১২৫০	০
বিমা প্রিমিয়াম	১০০০	১০০০	১৫০০০	০
শেয়ার/মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ	৩৩৬০০	৮৩৭০০	৭১১০০	৫৫০০
ব্যাংকের পেনশন স্কিমে জমা	১১২০০	২৭৯০০	২৩৭০০	০
ব্যাংকের স্থায়ী আমানতে জমা	১০০০	৬০০০০	৫৫০০০	৫৫০০
হাতে নগদ অর্থ বা ব্যাংকের সঞ্চয় বা চলতি হিসাবে জমা	৭৪০০	১৮৬৫০	১০৯৫০	৪৪০০০

ছকঃ ২.১: একজন চাকরিজীবী ব্যক্তির বয়সভিত্তিক বাৎসরিক তহবিল প্রবাহ (আনুমানিক)

৩. আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারণ:

বিনিয়োগ করা হয় নির্দিষ্ট আর্থিক লক্ষ্যে। লক্ষ্য অবশ্যই স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ও আর্থিকভাবে নিরূপিত হতে হবে। এটা বলা যথেষ্ট নয় যে, চাকরি থেকে অবসরের পরে আমি আরামদায়ক ও সচ্ছল জীবনযাপন করতে চাই; বরং লক্ষ্য হতে পারে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে আমি মূল্যস্ফীতি বাদে মাসিক ১,০০,০০০ টাকা খরচ করার সক্ষমতা অর্জন করতে চাই। ভবিষ্যতের আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্য একজন বিনিয়োগকারী বর্তমানে বিনিয়োগ করে। তাই বিনিয়োগকারীকে তার ভবিষ্যতের আর্থিক চাহিদা প্রথমেই চিহ্নিত করতে হবে।

smart এর অক্ষরসমূহ	অক্ষরসমূহ নিয়ে শব্দাবলি	smart নয়	smart
s	specific	আমি বিনিয়োগ করতে চাই।	আমি ব্যাংক সঞ্চয়, পেনশন স্কীম, আর্থিক সম্পদ বা সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করতে চাই।
m	measurable	আমি কিছু টাকা বিনিয়োগ করতে চাই।	আমি ২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করতে চাই।
a	achievable	আয়ের সম্পূর্ণ অংশ সঞ্চয় করতে চাই।	খরচ নিয়ন্ত্রণ করে অধিক সঞ্চয় করতে চাই।
r	realistic	লটারি জিতে বিনিয়োগ করব।	বিনিয়োগ করার জন্য সঞ্চয় করব।
t	time bound	ভবিষ্যতে কোনো সময়ে বিনিয়োগ করব।	মাসে ২,০০০ টাকা করে সঞ্চয় করে বছর শেষে ২৪,০০০ টাকা বিনিয়োগ করব।

ছকঃ ২.২: smart investor সম্পর্কিত ধারণা

৪. বিকল্প পরিকল্পনাসমূহ চিহ্নিতকরণ:

একজন বিনিয়োগকারীকে তার বিনিয়োগ লক্ষ্য নির্ধারণের পর তার কাছে যে সকল বিনিয়োগ বিকল্প আছে তা চিহ্নিত করতে হবে এবং চিহ্নিত বিকল্পসমূহের ঝুঁকি ও মুনাফা সম্ভাব্যতা এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

পুঁজিবাজার
- শেয়ার
- এক্সচেঞ্জ ট্রেডেডফান্ড
- সম্পদভিত্তিক সিকিউরিটিজ
- অন্যান্য স্ট্রাকচার্ড প্রোডাক্ট
- সুকুক
- অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড
- মিউচুয়াল ফান্ড

সরকারি ঋণদ্রব্য
- ট্রেজারী বন্ড
- পোস্টাল সঞ্চয় স্কীম
- জাতীয় সঞ্চয়পত্র
- ওয়েজ আর্নার্স
- বন্ড
- অন্যান্য স্কীম

মুদ্রাবাজার
- চলতি হিসাব
- সঞ্চয়ী হিসাব
- স্বল্পমেয়াদি আমানত
- স্থায়ী আমানত
- পেনশন হিসাব
- ইসলামিক সঞ্চয়ী হিসাব
- অন্যান্য সঞ্চয়ী হিসাব

বিমা
- বিভিন্ন
- বিমা
- পলিসি

চিত্রঃ ২.২: বিনিয়োগের বিকল্পসমূহ

পুঁজিবাজার ও মুদ্রাবাজারে বিনিয়োগসমূহ এবং তাদের তারল্য, নিরাপত্তা, আয় ও আয়করের বিষয় নিম্নের ছকে দেখানো হলো-

বাজারসমূহ	বিনিয়োগ পণ্যসমূহ	তারল্য	নিরাপত্তা	আয়	বিনিয়োগ হতে আয়ের উপর আয়কর
পুঁজিবাজার	ইক্যুইটি	মধ্যম	মধ্যম	পরিবর্তনশীল	আয়করমুক্ত
	বন্ড	মধ্যম	স্বল্প	অধিক	আয়কর প্রযোজ্য
	মিউচুয়াল ফান্ড	মধ্যম	মধ্যম	পরিবর্তনশীল	আয়করমুক্ত
মুদ্রাবাজার	অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড	স্বল্প	অধিক	দীর্ঘমেয়াদে অধিক	আয়কর প্রযোজ্য তবে রসঢ়ধপঃ ভঁহফ এর মাধ্যমে ব্যাপক সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ আছে
	ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমা/বিনিয়োগ	অত্যধিক	অধিক	নেই বরং ব্যাংক চার্জ আছে	কোনো আয় নেই বিধায় আয়কর প্রযোজ্য নয়
	ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা/বিনিয়োগ	অধিক	অধিক	কম তবে ব্যাংক চার্জ আছে	আয়কর প্রযোজ্য
	ব্যাংকের স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা/বিনিয়োগ	মধ্যম	অধিক	মধ্যম	আয়কর প্রযোজ্য
	পেনশন সঞ্চয় স্কিম	স্বল্প	অধিক	মধ্যম	আয়কর প্রযোজ্য, তবে বছরের মোট সঞ্চয়ের ওপর নির্দিষ্ট হারে বিনিয়োগ রেয়াত পাওয়া যায়
	সরকারি সঞ্চয়পত্র	স্বল্প	অত্যধিক	মধ্যম	এই ক্ষেত্রে আয়কর প্রদানকালে আয়কর রিবেট সুবিধা এবং বিনিয়োগ রেয়াত পাওয়া যায়।

ছকঃ ২.৩: পুঁজিবাজার ও মুদ্রাবাজারের বিনিয়োগ পণ্যসমূহের বৈশিষ্ট্য

৫. ঝুঁকি, টাকার মান, জীবনযাত্রা, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক উপাদান বিবেচনাকরণ:

ভবিষ্যতের আর্থিক চাহিদাসমূহের তুলনায় অনেকের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হওয়া স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী তার সম্পদের সুষ্ঠু বিন্যাসের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করতে পারেন। বিভিন্ন সম্পদ শ্রেণির মধ্যে ঝুঁকির তারতম্য ভিন্ন। অধিক ঝুঁকির সম্পদ/ বিনিয়োগ হতে আয়ও অধিক। তাই বিনিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পদ বিন্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন বিনিয়োগকারী কতটুকু ঝুঁকি গ্রহণ করবেন তা নির্ভর করবে তার পারিপার্শ্বিক, আর্থিক ও মানসিক অবস্থার উপর। আর এটাই হলো বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি প্রোফাইল।

তাই বিনিয়োগকারীকে অবশ্যই তার নিজের ঝুঁকি প্রোফাইল বুঝতে হবে। ঝুঁকি প্রোফাইল বুঝতে নিচের প্রশ্নের উত্তর বিনিয়োগকারীকে খুঁজতে হবেঃ

(ক) আমি কী ধরনের বিনিয়োগকারী?

(খ) আমি কী ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত?

(গ) আমি কী ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক?

বহুল প্রচলিত কিছু পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে বিনিয়োগকারী তার ঝুঁকি প্রোফাইল বুঝতে পারেন। যেমন নিচের বিষয়সমূহ বিবেচনা করে তার ঝুঁকি প্রোফাইল বোঝা যাবেঃ

আমার বয়স

- আমার বয়স কি ২৫-৩৫ বছর এর মধ্যে
- আমার বয়স কি ৩৫-৫০ বছর এর মধ্যে
- আমার বয়স কি ৫০-৬০ বছর এর মধ্যে
- আমার বয়স কি ৬০ বছর এর ঊর্ধ্বে

আমার অবস্থা

- আমি কি আত্মনির্ভরশীল ও অন্য কাউকে আর্থিক সহায়তা করি?
- ভরণ-পোষণের জন্য কেউ কি আমার উপর নির্ভরশীল?
- আমি কি অবসরের কাছাকাছি?
- আমি কি অবসরপ্রাপ্ত?

কোনো বিষয়টি আমার কতটুকু প্রয়োজন?

ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে তার ঝুঁকি গ্রহণের মাত্রা নির্ধারণ এবং বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যেমনঃ সন্তানের শিক্ষা, অবসর ভাতা, স্থায়ী বাসস্থান ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে কোনোটির প্রয়োজনীয়তা কতটুকু সেটি ব্যক্তিকে ঝুঁকি প্রোফাইল তৈরিতে বিবেচনা করতে হবে।

আমার বর্তমান খরচের কত অংশ বিনিয়োগের আয় থেকে পূরণ করছি?

- বর্তমান খরচের কিছুই বিনিয়োগের আয় থেকে পূরণ করছি না
- বর্তমান খরচের ১৫% বিনিয়োগের আয় থেকে পূরণ করছি
- বর্তমান খরচের ৩০% বিনিয়োগের আয় থেকে পূরণ করছি
- বর্তমান খরচের ৫০% বিনিয়োগের আয় থেকে পূরণ করছি
- বর্তমান খরচের ৫০% এর অধিক বিনিয়োগের আয় থেকে পূরণ করছি

আমার ভবিষ্যৎ আয়ের হার শতকরা কী পরিমাণ পরিবর্তন হবে?

- আমার ভবিষ্যৎ আয়ের শতকরা হারে কোনো পরিবর্তন হবেনা
- আমার ভবিষ্যৎ আয় শতকরা ৫% বৃদ্ধি পাবে
- আমার ভবিষ্যৎ আয় শতকরা ১০% বৃদ্ধি পাবে
- আমার ভবিষ্যৎ আয় শতকরা ১৫% বৃদ্ধি পাবে

যখন আমার বিনিয়োগের বাজার মূল্য আকস্মিক কমে যায় তখন আমি কী করি?

- সম্পূর্ণ বিনিয়োগ বিক্রয় করি বা নগদায়ন করি
- আংশিক বিক্রয় করি বা নগদায়ন করি
- পুনরায় বিনিয়োগ করি
- কিছুই করি না

প্রতিটি বিনিয়োগ পণ্য বা সম্পদের ঝুঁকি ও আয় ভিন্ন ভিন্ন হয়। সম্ভাব্য আয় ঝুঁকির সাথে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বিনিয়োগ পণ্য বা সম্পদের ঝুঁকি দুই ধরনেরঃ
ক) পদ্ধতিগত ঝুঁকি (systematic risk)
খ) অপদ্ধতিগত ঝুঁকি (unsystematic risk)

পদ্ধতিগত ঝুঁকি কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিনিয়োগ বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে অপদ্ধতিগত ঝুঁকি কমানো সম্ভব। তারল্য, আয় ও বিনিয়োগ নিরাপত্তার সাথে নিজের পারিপার্শ্বিক ও আর্থিক অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ আর্থিক চাহিদার সমন্বয় করে বিনিয়োগকারীকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ একজন ব্যক্তির বয়স যদি ৩৫ হয়, যার বার্ষিক আয় ৬,০০,০০০ টাকা এবং বার্ষিক ব্যয় ৪,০০,০০০ টাকা। এখানে তার উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ = (৬,০০,০০০-৪,০০,০০০) = ২,০০,০০০ টাকা। এই ২,০০,০০০ টাকা হতে তিনি জরুরি প্রয়োজনের জন্য ৫০,০০০ হাতে নগদ হিসেবে রাখবেন। বাকি ১,৫০,০০০ টাকা নিম্নোক্তভাবে বিনিয়োগ করতে পারেনঃ

বিনিয়োগের খাত	ঝুঁকি কম নিতে চাইলে (শতকরা হারে)	ঝুঁকি বেশি নিতে চাইলে (শতকরা হারে)
শেয়ারে/মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ	১৫%	৬০%
বিমা পলিসি	২০%	১৫%
ব্যাংক আমানতে জমা	২৫%	১৫%
সরকারি সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ	৪০%	১০%

৬. আর্থিক পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন: একজন বিনিয়োগকারী উল্লিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করে তার একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নিবে।

৭. পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা: একজন বিনিয়োগকারীর আর্থিক লক্ষ্য সময় ও পরিস্থিতির সাথে পরিবর্তনশীল। তাই বিনিয়োগকারীর আর্থিক পরিকল্পনা প্রস্তুত এর সময় নমনীয়তার নীতি অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে প্রকৃত ফলাফল এর পার্থক্য থাকতে পারে। তাই নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা করে হালনাগাদ করতে হবে।

অধ্যায়ঃ ০৩

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার

আর্থিক ব্যবস্থা

একটি দেশের আর্থিক ব্যবস্থার তিনটি প্রধান উপাদান থাকেঃ
ক) আর্থিক বাজার: পুঁজিবাজার এবং মুদ্রাবাজার এই দুই ধরনের আর্থিক বাজার রয়েছে।
খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান: বিভিন্ন প্রকার আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকে।
গ) আর্থিক পণ্য: আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন প্রকার অর্থায়ন ও বিনিয়োগের মাধ্যম।

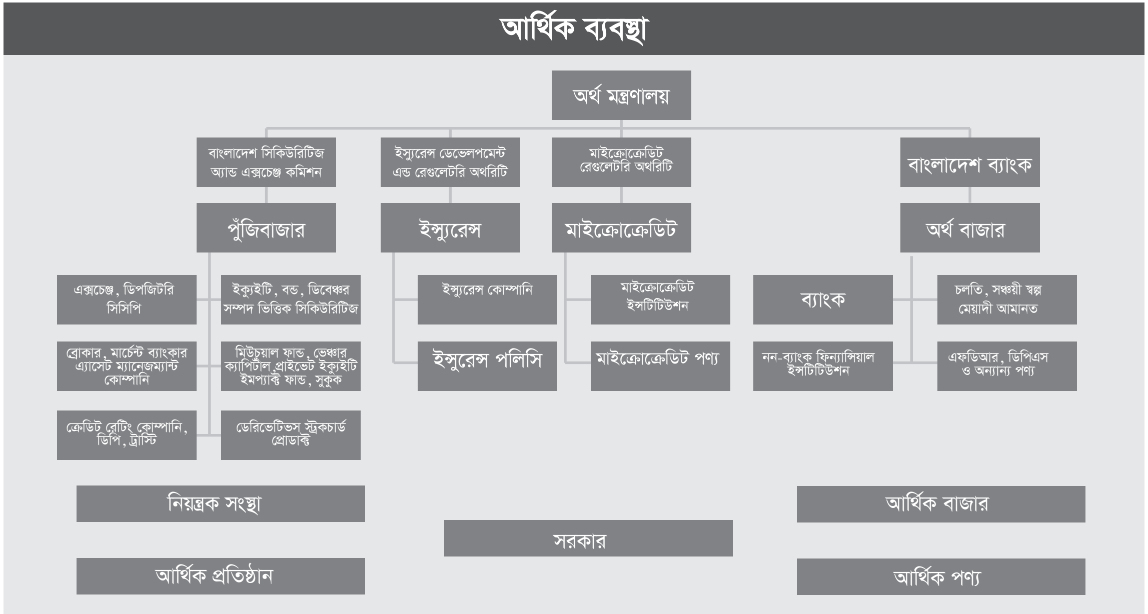
আর্থিক ব্যবস্থা
অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
ইন্স্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট এন্ড রেগুলেটরি অথরিটি
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি
বাংলাদেশ ব্যাংক
পুঁজিবাজার
ইন্স্যুরেন্স
মাইক্রোক্রেডিট
অর্থ বাজার
এক্সচেঞ্জ, ডিপজিটরি সিসিপি
ইক্যুইটি, বন্ড, ডিবেঞ্চর সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজ
ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার এ্যাসেট ম্যানেজম্যান্ট কোম্পানি
মিউচুয়াল ফান্ড, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রাইভেট ইক্যুইটি ইমপ্যাক্ট ফান্ড, সুকুক
ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি, ডিপি, ট্রাস্টি
ডেরিভেটিভস স্ট্রকচার্ড প্রোডাক্ট
ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি
ইন্সুরেন্স পলিসি
মাইক্রোক্রেডিট ইন্সটিটিউশন
মাইক্রোক্রেডিট পণ্য
ব্যাংক
নন-ব্যাংক ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন
চলতি, সঞ্চয়ী স্বল্প মেয়াদী আমানত
এফডিআর, ডিপিএস ও অন্যান্য পণ্য
নিয়ন্ত্রক সংস্থা
আর্থিক প্রতিষ্ঠান
সরকার
আর্থিক বাজার
আর্থিক পণ্য

চিত্রঃ ৩.১: বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা

পুঁজিপ্রবাহ (Fund Flow)

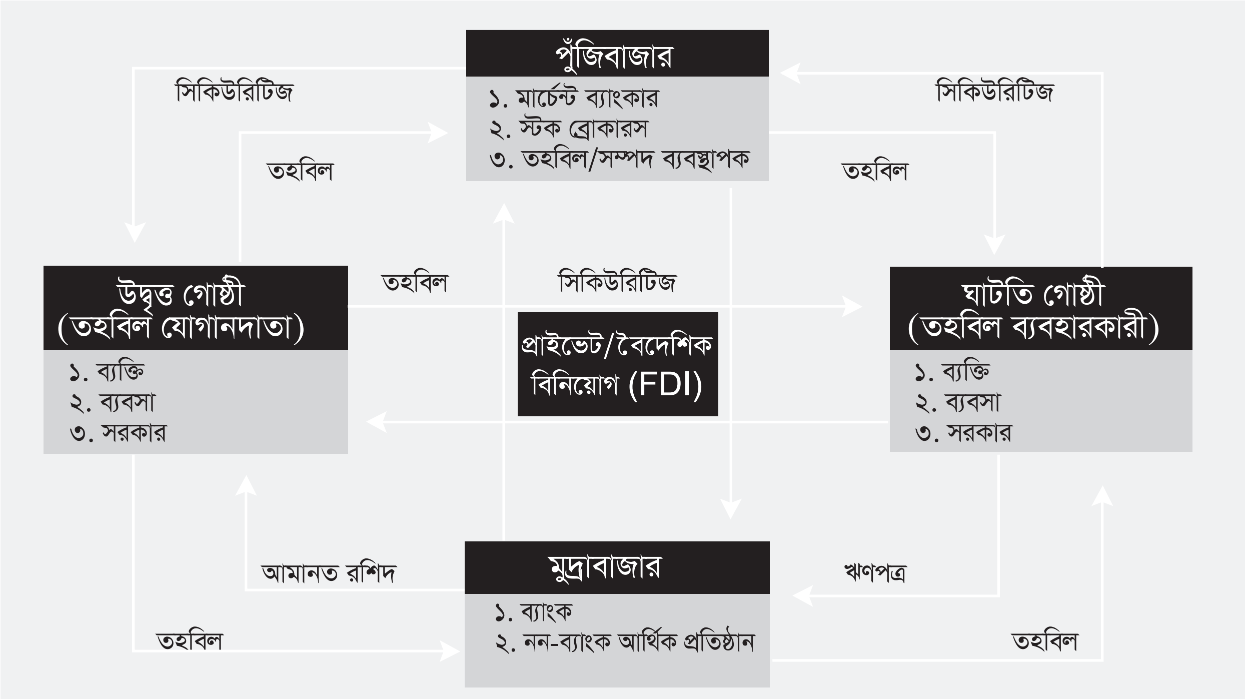
পুঁজিবাজার
১. মার্চেন্ট ব্যাংকার
২. স্টক ব্রোকারস
৩. তহবিল/সম্পদ ব্যবস্থাপক
সিকিউরিটিজ
তহবিল
সিকিউরিটিজ
তহবিল
উদ্বৃত্ত গোষ্ঠী
(তহবিল যোগানদাতা)
১. ব্যক্তি
২. ব্যবসা
৩. সরকার
তহবিল
সিকিউরিটিজ
প্রাইভেট/বৈদেশিক
বিনিয়োগ (FDI)
ঘাটতি গোষ্ঠী
(তহবিল ব্যবহারকারী)
১. ব্যক্তি
২. ব্যবসা
৩. সরকার
আমানত রশিদ
মুদ্রাবাজার
১. ব্যাংক
২. নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান
ঋণপত্র
তহবিল
তহবিল

চিত্রঃ ৩.২: পুঁজিপ্রবাহ (Fund Flow)

পুঁজিবাজার

উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ী গোষ্ঠীর বিনিয়োগকৃত অর্থ ঘাটতি উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি আকারে সরবরাহ করার ব্যবস্থাই হচ্ছে পুঁজিবাজার। পুঁজিবাজারের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয়কে বিভিন্ন সিকিউরিটিজ ইস্যুর মাধ্যমে সচল ও সঞ্চালন করা হয়। বিষয়টি এরকম নয় যে, সঞ্চয়কারী তহবিল ব্যবহারকারীর সাথে সাক্ষাৎ করে সিকিউরিটিজের বিনিময়ে পুঁজি তথা তহবিল সরবরাহ করেন। এক্ষেত্রে তহবিল ব্যবহারকারী কর্তৃক প্রস্তাবিত সিকিউরিটিজ সঞ্চয়কারীর চাহিদা ও পছন্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। এ কারণে বাজার মধ্যস্থতাকারীগণ (যেমন স্টক ব্রোকারস, মিউচুয়াল ফান্ড ব্যবস্থাপক, অল্টারনেটিভ ফান্ড ব্যবস্থাপক, মার্চেন্ট ব্যাংক, এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ইত্যাদি) সঞ্চয়কারীকে তার চাহিদা ও পছন্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে। স্টক এক্সচেঞ্জ, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল), সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি (সিসিপি) ইত্যাদি সংস্থা বিনিয়োগকারী এবং তহবিল ব্যবহারকারীকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে লেনদেন করার সুযোগ করে দেয়। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কাজ করে।

একজন উদ্যোক্তা নিজের সঞ্চিত অর্থের পাশাপাশি আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে তহবিল নিয়ে নতুন ব্যবসা শুরু অথবা বিদ্যমান ব্যবসার সম্প্রসারণ করতে পারেন । বৃহৎ প্রকল্প বা ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের জন্য মূলধনের প্রাপ্যতা সবচেয়ে বড় বাধা । ব্যাংক যেহেতু স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের ব্যবস্থা করে থাকে তাই ব্যবসার দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজনে ব্যাংক ঋণ যুক্তিসংগত সমাধান নয়। বৃহৎ প্রকল্পের জন্য ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে মেয়াদি ঋণ নিয়েও অনেক সময় প্রয়োজনীয় তহবিল গঠন করা সম্ভব হয় না।

বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়দের সীমিত সঞ্চয় কিংবা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সীমিত ঋণের উপর নির্ভর না করে একজন উদ্যোক্তার সুযোগ আছে জনগণের কাছে শেয়ার অথবা ঋণপত্র বিক্রির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন তথা তহবিল সংগ্রহের। সেক্ষেত্রে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসার ধরন, ব্যবসায়ের সম্ভাবনা ইত্যাদি প্রসপ্রেক্টাসে (Prospectus) সন্নিবেশিত করে উদ্যোক্তা বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আহ্বান করেন। আবার একজন সৃজনশীল ব্যক্তি যার উদ্ভাবনী ধারণা আছে কিন্তু ব্যবসা শুরু করার মতো মূলধন কিংবা ব্যবসা পরিচালনা করার মতো সক্ষমতা বা ব্যবসায়িক জ্ঞান নেই, ফান্ড ম্যানেজারের নিকট তার উদ্ভাবনী ধারণা উপস্থাপন করে তার সৃজনশীল ধারণাটিকে একটি সফল ব্যবসায় পরিণত করতে পারেন।

আপনি যদি উল্লিখিত যে কোনো প্রস্তাবিত উদ্যোগে সন্তুষ্ট হন, তাহলে আপনি এ ধরনের কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে একটি কোম্পানির মালিকানার অংশীদার হয়ে যেতে পারেন। এভাবে ব্যক্তি পর্যায়ের ক্ষুদ্র সঞ্চয় সম্মিলিতভাবে বৃহৎ কোম্পানির বৃহৎ মূলধনে রূপান্তরিত হয় । এমনকি আপনার ও অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের মাত্র পাঁচ হাজার টাকার ক্ষুদ্র সঞ্চয় পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটি কোম্পানি তৈরিতে বা পরিচালনাতে ভূমিকা রাখতে পারে। উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় যখন কোনো কোম্পানি জনগণের নিকট থেকে মূলধন সংগ্রহ করে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়, তখন সেই প্রক্রিয়াকে প্রাইমারি মার্কেট বলা হয়।

আবার নিজ প্রয়োজনে একজন শেয়ারহোল্ডার হিসেবে আপনার ধারণকৃত শেয়ার অন্য বিনিয়োগকারীদের নিকট বিক্রি করেও আপনি টাকা ফেরত নিতে পারেন। এই ধরনের লেনদেনে কোম্পানির মোট মূলধন অপরিবর্তিত থাকে। স্টক এক্সচেঞ্জগুলো এই ধরনের বিক্রেতা ও ক্রেতাকে একটি সম্মিলিত ব্যবস্থার মাধ্যমে লেনদেনের সুযোগ করে দেয় যা সেকেন্ডারি মার্কেট নামে পরিচিত।

একজন শেয়ারহোল্ডার হওয়ার ফলে আপনি কোম্পানির আংশিক মালিক হিসেবে গণ্য হবেন এবং লভ্যাংশসহ মালিকানার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন। কোম্পানিটি যদি ভালো ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করে এবং উক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের চাহিদা সৃষ্টি হয় তবে তা শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। তেমনি কোম্পানি ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে শেয়ারের বাজারমূল্য হ্রাস তথা আপনার সম্পদ হ্রাসের সম্ভাবনা আছে, সেক্ষেত্রে আপনার শেয়ারের মূল্য হ্রাসের কারণে লোকসানেরও ঝুঁকি রয়েছে।

তহবিল গঠনের জন্যে পুঁজিবাজারে শেয়ার ছাড়াও আরো অনেক পণ্য তথা সিকিউরিটিজ রয়েছে। যেমনঃ বন্ড বা ডিবেঞ্চার তথা ঋণপত্র যার মাধ্যমে কোনো কোম্পানি মধ্যম অথবা দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহ করে থাকে এবং উক্ত মেয়াদে নির্দিষ্ট সুদ প্রদান করে থাকে। শেয়ার এবং ঋণপত্র ছাড়াও মূলধন গঠনের জন্য আরো কিছু বিনিয়োগযোগ্য ক্ষেত্র রয়েছে। পুঁজিবাজার মূলত পুঁজির যোগানদাতা ও ব্যবহারকারীকে একত্রিত করে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারী যেমন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে, তেমনি উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীরাও তাদের ধারণা ও মেধা কাজে লাগানোর জন্য অর্থের সংস্থান করতে পারে।

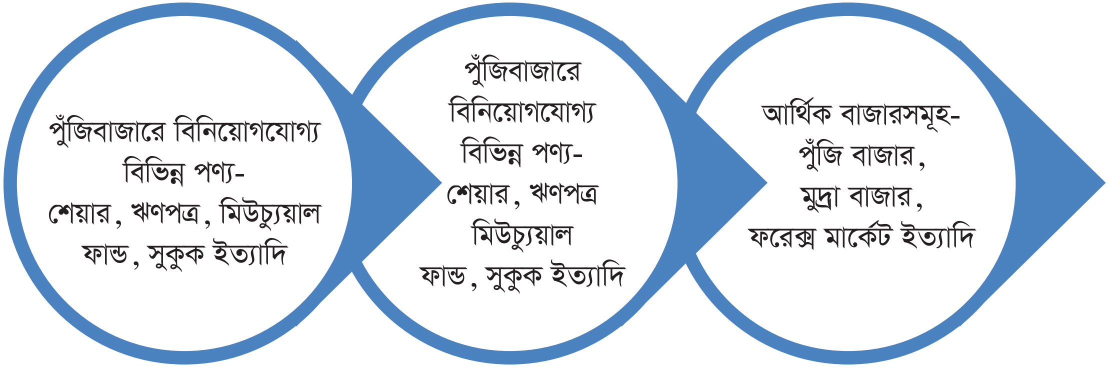

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগযোগ্য বিভিন্ন পণ্য-
শেয়ার, ঋণপত্র, মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সুকুক ইত্যাদি

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগযোগ্য বিভিন্ন পণ্য-
শেয়ার, ঋণপত্র মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সুকুক ইত্যাদি

আর্থিক বাজারসমূহ-
পুঁজি বাজার,
মুদ্রা বাজার,
ফরেক্স মার্কেট ইত্যাদি

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগযোগ্য পণ্যসমূহ

শেয়ার/ ইক্যুইটি

শেয়ার হলো এটি কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের ক্ষুদ্রতম অংশ যাতে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে একজন বিনিয়োগকারী কোম্পানির মালিকানা স্বত্বের অধিকারী হন। কোনো কোম্পানি দুই ধরনের শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে। যেমনঃ একটি কোম্পানির কতগুলো শেয়ার থাকবে তা নির্ভর করে ওই কোম্পানির মূলধন কত এবং শেয়ারের অভিহিত মূল্য (face value) কত তার উপর। ধরা যাক, সন্ধ্যাতারা কোম্পানির মূলধন দশ কোটি টাকা। আর তার শেয়ারের অভিহিত মূল্য দশ টাকা। এ ক্ষেত্রে কোম্পানিটির শেয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় এক কোটি।
শেয়ার বা স্টক বলতে সাধারণ শেয়ার (common share)-কেই বোঝায়। কোনো বিনিয়োগকারী সাধারণ শেয়ার কিনলে লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী হবেন এবং কোম্পানি পরিচালনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার ভোটাধিকার থাকবে। অন্যদিকে অগ্রাধিকার শেয়ার (preference/ preferred share) হলো সেই ধরনের শেয়ার যেগুলোতে সাধারণত প্রতি বছর আবশ্যিকভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ ঘোষণা করতে হয়। তবে এই ধরনের শেয়ারে বিনিয়োগকারীর কোনো ভোটাধিকার থাকে না। কোম্পানি সুযোগ রাখলে নির্দিষ্ট সময় পর এই ধরনের শেয়ারকে উক্ত কোম্পানির সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করা যায়।

ঋণপত্র/ বন্ড এবং ডিবেঞ্চার

ঋণপত্র/ বন্ড এবং ডিবেঞ্চার হলো একটি চুক্তিভিত্তিক সম্মতিপত্র যা ইস্যুয়ার এবং বন্ড ক্রয়কারীর মধ্যে সম্পাদিত হয় এবং যার উপর বিনিয়োগকারী নির্দিষ্টহারে (coupon rate) নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদ পাওয়ার অধিকারী হয়। কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকার এই ধরনের ঋণপত্র ইস্যু করতে পারে।

বাংলাদেশে সাধারণত ট্রেজারি বন্ড এবং কর্পোরেট বন্ড-এর প্রচলন রয়েছে। ট্রেজারি বন্ড সরকার কর্তৃক জারিকৃত বন্ড এবং সাধারণত ট্রেজারি বন্ডগুলো "ঝুঁকি মুক্ত" হিসেবে বিবেচিত হয়। কর্পোরেট বন্ড কোনো কর্পোরেশন বা বেসরকারি কোম্পানি দ্বারা জারিকৃত সিকিউরিটিজ।

ঋণপত্রের বৈশিষ্ট্য

বন্ডের বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে অভিহিত মূল্য, মেয়াদকাল এবং কুপন অন্যতম। অভিহিত মূল্য (Face value) বলতে সার্টিফিকেটের বিনিময়ে ঋণ প্রদানকারীকে প্রদত্ত অর্থকে বোঝায়। ঋণপত্রের সার্টিফিকেট জারি এবং ঋণ প্রদানকারীকে অভিহিত মূল্য পরিশোধ করার মধ্যবর্তী সময়কাল হলো উক্ত ঋণপত্রের মেয়াদকাল বা (maturity)। আর কুপন বা coupon হলো ঋণপত্রের মেয়াদকালে সার্টিফিকেটে উল্লিখিত নির্দিষ্ট হারে এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর বিনিয়োগকারীকে প্রদেয় সুদ।

যে কোনো কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার, সরকারি সংস্থা, বা/এবং রাষ্ট্র ঋণপত্রের ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারে। কোনো ঋণপত্রের কুপন প্রদানের ধরনের উপর ভিত্তি করে তাকে কুপন ঋণপত্র (coupon bond) এবং কুপনবিহীন ঋণপত্র (zero coupon bond) হিসেবে ভাগ করা যায়। কুপন ঋণপত্রের ক্ষেত্রে সুদ হার স্থায়ী থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর সুদ প্রদান করা হয় । অন্যদিকে কুপনবিহীন ঋণপত্র সাধারণত বাট্টার ভিত্তিতে ইস্যু করা হয়। অভিহিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ইস্যু করা হয় এবং মেয়াদান্তে সুদ সহ আসল প্রদান করা হয় যা উক্ত ঋণপত্রের অভিহিত মূল্য।

এছাড়াও ঋণপত্রের মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থ কিভাবে ব্যবহার করা হবে তার উপর ভিত্তি করেও এর নামকরণ বা বিভাজন করা যায়। যেমন- টেকসই উন্নয়নের উদ্দেশ্যে উত্তোলিত ঋণপত্র-কে আমরা সাস্টেইনএবল বন্ড (sustainable bond) নামে অভিহিত করি। এছাড়াও, কোনো ঋণপত্রের মাধ্যমে উত্তোলিত বিনিয়োগ যা পরিবেশবান্ধব ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করে, যেমন পরিবেশবান্ধব পণ্য ও পরিষেবা কেনা বা পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণে সহায়ক হয় তখন তাকে আমরা গ্রিন বন্ড (green bond) বলি। অনুরূপভাবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার করার মাধ্যমে উন্নত জীবিকা এবং সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রের সাথে জড়িত কোনো প্রজেক্টে ঋণপত্রের মাধ্যমে অর্থায়নের ব্যবস্থা করলে তাকে ব্লু বন্ড (blue bond) বলা হয়।

মিউচ্যুয়াল ফান্ড

মিউচ্যুয়াল ফান্ড হলো পেশাদার সম্পদ ব্যবস্থাপক (professional asset manager) দ্বারা পরিচালিত যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্প যা অনেক বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। মিউচ্যুয়াল ফান্ড সাধারণত বিনিয়োগকারীদের বা ইউনিট হোল্ডারদের পক্ষে বিভিন্ন সিকিউরিটিজ বা সম্পদে যেমনঃ শেয়ার, ঋণপত্র, স্বল্পমেয়াদি মুদ্রা বাজারের পণ্যসমূহ ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করে। এই বিনিয়োগের উপর অর্জিত লভ্যাংশ সমস্ত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো বৈচিত্র্যকরণ (Diversification) এবং পেশাদার সম্পদ ব্যবস্থাপক দ্বারা বিনিয়োগকৃত মূলধনের বাবস্থাপনা। মিউচ্যুয়াল ফান্ডের উদ্দেশ্য বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং সেক্টর অনুসারে বিনিয়োগ খাতে বিনিয়োগ করা তাই বিনিয়োগকারী স্বাভাবিকভাবেই বৈচিত্র্যকরণের সুবিধা পায়। মিউচ্যুয়াল ফান্ড নিজেই একটি ডাইভারসিফাইড বিনিয়োগ।

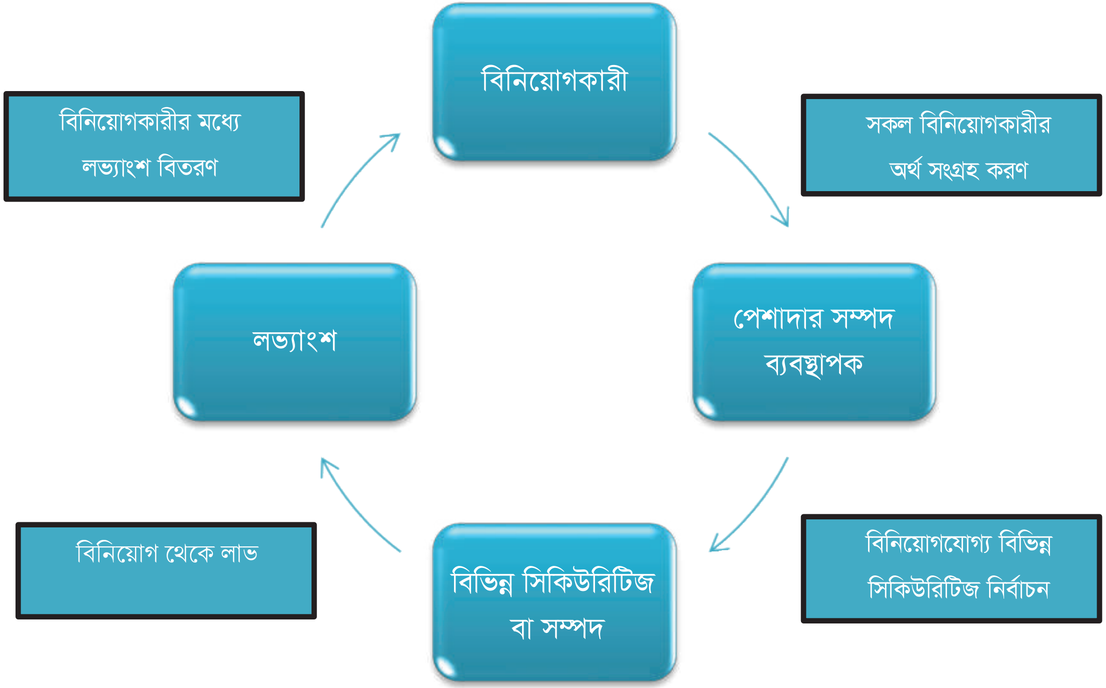
বিনিয়োগকারী
সকল বিনিয়োগকারীর অর্থ সংগ্রহ করণ
পেশাদার সম্পদ ব্যবস্থাপক
বিনিয়োগযোগ্য বিভিন্ন সিকিউরিটিজ নির্বাচন
বিভিন্ন সিকিউরিটিজ বা সম্পদ
বিনিয়োগ থেকে লাভ
লভ্যাংশ
বিনিয়োগকারীর মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ

চিত্রঃ ৩.৩: মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের কার্যপ্রণালি

মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রকারভেদ

প্রত্যেক তহবিলেরই একটি পূর্ব পরিকল্পিত বিনিয়োগ উদ্দেশ্য থাকে যেমন: আয়ের প্রত্যাশা, সম্পদের সুরক্ষা, ঝুঁকি ইত্যাদি যার উপর নির্ভর করে তহবিলের সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা হয়।

মিউচ্যুয়াল ফান্ড দুই ভাগে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়, যেমন: বে-মেয়াদি (open end) এবং মেয়াদি (close end), যা নির্ভর করে তহবিলের অবসায়নের উপর।

বে-মেয়াদি বা ওপেন-এন্ড ফান্ড: ওপেন-এন্ড ফান্ড স্বাধীনভাবে চাহিদার উপর ভিত্তি করে নতুন ইউনিট ইস্যু করতে পারে অথবা ইউনিট পুনঃক্রয় করে কমিয়ে দিতে পারে। ওপেন-এন্ড ফান্ড ক্রয় ও বিক্রয় ইউনিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয় মোট তহবিলের সম্পদ মূল্য ইউনিটের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে অর্থাৎ নিট সম্পদ মূল্যের কাছাকাছি।

মেয়াদি বা ক্লোজড এন্ড ফান্ডঃ ক্লোজড এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউনিট নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গণপ্রস্তাবের মাধ্যমে ইস্যু করে, যা ওপেন-এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বিপরীত। এই তহবিলের ইউনিটের মূল্য নির্ভর করে বাজারে চাহিদা এবং সরবরাহের উপর। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে এই ফান্ড বিলুপ্ত হয়।

সরকারি সিকিউরিটিজ (G-Sec)

সরকারের ঋণ সৃষ্টি বা বিনিয়োগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইস্যুকৃত যে কোনো সিকিউরিটিজ, যেমন ট্রেজারি বিল, ট্রেজারি বন্ড ইত্যাদিকে সরকারি সিকিউরিটিজ হিসেবে গণ্য করা হয়। সরকারের পক্ষে ইস্যু ম্যানেজার হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক এই সকল সিকিউরিটি ইস্যু করে থাকে এবং নিলামের (auction) মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক বিনিয়োগকারীদের নিকট বিক্রি করে থাকে। সাধারণত প্রত্যেক সপ্তাহের রবিবার ট্রেজারি বিলের এবং মঙ্গলবার ট্রেজারি বন্ডের নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত প্রাইমারি ডিলারগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী প্রাইমারি ডিলারের মাধ্যমে সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করার জন্য নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারে। নিলাম/অকশনের মাধ্যমে অর্জিত সরকারি সিকিউরিটিজ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত প্লাটফর্মের মাধ্যমে Business Partner Identification Numbers (BPID) হিসেবে সেকেন্ডারি ট্রেডিং করতে পারে। এছাড়াও, যেকোনো সরকারি সিকিউরিটিজ পুঁজিবাজারে লেনদেনের উদ্দেশ্যে স্টক এক্সচেঞ্জ ট্রেডিং প্লাটফর্মে লেনদেন করতে পারে এবং উক্ত লেনদেন এর ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ এর বিদ্যমান বিধান/ নিয়মাবলি অনুযায়ী সংঘটিত হয়।

প্রতিটি সরকারি সিকিউরিটিজের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ (maturity) থাকে এবং ষান্মাসিক ভিত্তিতে নির্দিষ্টহারে সুদ বা মুনাফা প্রদান করে থাকে এবং মেয়াদ পূর্তিতে মূল বিনিয়োগের অর্থ ফেরত প্রদান করে থাকে।

ইসলামিক শরিয়াহভিত্তিক সিকিউরিটিজ (Islamic Shariah Based Securities)

ইসলামি শরিয়াহ এর আলোকে যে সকল সিকিউরিটিজ পুঁজিবাজারে ইস্যু করা হয় উহাদের ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক সিকিউরিটিজ (Islamic Shariah Based Securities) বা সংক্ষেপে ISBS বলা হয়। বর্তমানে প্রচলিত শরিয়াহভিত্তিক সিকিউরিটিজের মধ্যে সুকুক, মুদারাবা বন্ড অন্যতম। যেকোনো শরিয়াহভিত্তিক সিকিউরিটিজ ইস্যুর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ার কর্তৃক গঠিত শরীয়াহ বোর্ডের মতামতের ভিত্তিতে সিকিউরিটিজ ইস্যুর বিষয়টি অনুমোদিত হতে হয়। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার শরিয়াহভিত্তিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও যৌথ বিনিয়োগ স্কিম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও শরিয়াহভিত্তিক এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড, অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড ইত্যাদি গঠনের সুযোগ রয়েছে।

সুকুক এক প্রকার শরিয়াহভিত্তিক বিনিয়োগ সার্টিফিকেট, যার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ সাধারণভাবে স্থায়ী সম্পত্তি, সম্পদের ভোগদখলের অধিকার অর্জন, সেবা প্রদানের অধিকার অর্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা যায়। এজন্য সুকুক সনদ একদিকে যেমন কোনো সম্পদের মালিকানা প্রকাশ করে, অন্যদিকে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে মুনাফা প্রদান করে। বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত ট্রাস্টের মাধ্যমে (Special Purpose Vehicle or SPV) সুকুক ইস্যু করা হয়। সম্পদের প্রকৃত অবস্থার ভিত্তিতে দুই ধরনের সুকুক ইস্যু করা যায় যেমন- বিদ্যমান সম্পদের উপর ভিত্তি করে Asset Backed Sukuk বা ভবিষ্যৎ সম্পদের উপর ভিত্তি করে Asset based Sukuk ইস্যু করা যেতে পারে। তবে বিনিয়োগকারীর সুরক্ষার বিবেচনায় বাংলাদেশে ইস্যুকৃত সকল কর্পোরেট সুকুক সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজ (asset backed) হিসেবে ইস্যু করা হয়।

প্রাথমিক বাজারের (primary market) মাধ্যমে সরকারি সুকুকে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে সরকারি সিকিউরিটিজে (G-sec) বিনিয়োগ করার মতো অনুরূপ নিয়ম প্রযোজ্য। অন্যদিকে, প্রাথমিক বাজারের (primary market) মাধ্যমে কর্পোরেট সুকুকে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে পুঁজিবাজার থেকে অন্যান্য সিকিউরিটিজ কেনার অনুরূপ নিয়ম প্রযোজ্য। এছাড়াও, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সকল সুকুক (সরকারি সুকুক এবং কর্পোরেট সুকুক) ট্রেড করার ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারে লেনদেনযোগ্য অন্যান্য সিকিউরিটিজ ট্রেড করার অনুরূপ নিয়ম প্রযোজ্য।

	সাধারণ শেয়ার (common share)	ঋণপত্র (bond)	ঋণ স্বীকার পত্র (debenture)	ট্রাস্ট আকারে গঠিত ফান্ড (mutual fund)
১) বিনিয়োগকারী মালিকানা স্বত্ব (ownership) পাবেন কিনা	হ্যাঁ	না	না	হ্যাঁ
২) বিনিয়োগকারীর আয়ের (investor's income) উৎস কী?	লভ্যাংশ এবং মূলধনি আয়	শুধু সুদ	শুধু সুদ	লভ্যাংশ এবং মূলধনি আয়
৩) বিনিয়োগকারীর আয়ের হ্রাস/ বৃদ্ধি(growth) হতে পারে কিনা	পরিবর্তনশীল	নির্দিষ্ট	নির্দিষ্ট	পরিবর্তনশীল
৪) বিনিয়োগকারীর মত প্রদানের অধিকার (voting right) থাকবে কিনা	হ্যাঁ	না	না	হ্যাঁ
৫) কোনো চুক্তিভিত্তিক সম্মতিপত্র (contractual agreement) থাকে কিনা	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না
৬) কোনো জামানতের (collateral backing) প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না
৭) কোনো ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে (risk involvement)	লভ্যাংশ ও পুঁজির ক্ষেত্রে (পরিচালনগত আয় ও ব্যবসার অবস্থা)	বিনিয়োগকৃত অর্থ প্রদানে অক্ষমতা	বিনিয়োগকৃত অর্থ প্রদানে অক্ষমতা	বিনিয়োগ ক্ষেত্রের ঝুঁকি
৮) বিনিয়োগকারী কেমন তারল্য (liquidity) সুবিধা পাবেন	যে কোনো সময়	মেয়াদান্তে	মেয়াদান্তে	সাধারণত যে কোনো সময়
৯) বিনিয়োগকৃত পণ্যের অবসায়ন (redemption) আছে কিনা	চলমান (going concern)	নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে অবসায়ন	নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে অবসায়ন	উভয় (ফান্ডের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল)
১০) বিনিয়োগকৃত পণ্যের রূপান্তরের সুযোগ (conversion option) আছে কিনা	সুযোগ নেই	ঋণচুক্তিতে থাকলে	ঋণচুক্তিতে থাকলে	রূপান্তরের সুযোগ নেই

ছকঃ ৩.১: পুঁজিবাজারে বিনিয়োগযোগ্য পণ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কার্যাবলি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ৮ জুন ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ -এর অধীনে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিএসইসি'র ভিশন হচ্ছে একটি স্বয়ংক্রিয়, টেকসই ও উন্নত পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠা করা।

প্রধান উদ্দেশ্য

১. সিকিউরিটিজ এর যথার্থ ইস্যু নিশ্চিতকরণ;

২. সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ; এবং

৩. পুঁজি ও সিকিউরিটিজ বাজারের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ।

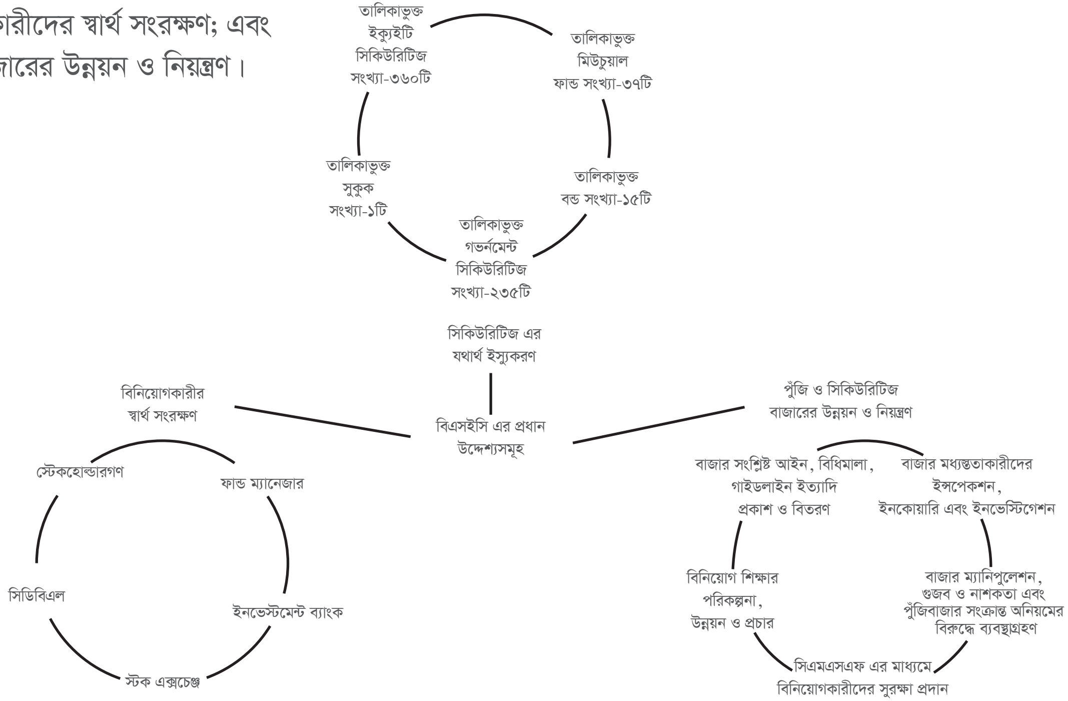
তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ সংখ্যা-৩৬০টি
তালিকাভুক্ত মিউচুয়াল ফান্ড সংখ্যা-৩৭টি
তালিকাভুক্ত সুকুক সংখ্যা-১টি
তালিকাভুক্ত বন্ড সংখ্যা-১৫টি
তালিকাভুক্ত গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ সংখ্যা-২৩৫টি
সিকিউরিটিজ এর যথার্থ ইস্যুকরণ
বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ
বিএসইসি এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ
পুঁজি ও সিকিউরিটিজ বাজারের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ
স্টেকহোল্ডারগণ
ফান্ড ম্যানেজার
সিডিবিএল
ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক
স্টক এক্সচেঞ্জ
বাজার সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণ
বাজার মধ্যস্ততাকারীদের ইন্সপেকশন, ইনকোয়ারি এবং ইনভেস্টিগেশন
বিনিয়োগ শিক্ষার পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রচার
বাজার ম্যানিপুলেশন, গুজব ও নাশকতা এবং পুঁজিবাজার সংক্রান্ত অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ
সিএমএসএফ এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা প্রদান

(সর্বশেষ ১৮ আগষ্ট ২০২৪ তারিখ অনুযায়ী)

চিত্রঃ ৩.৪: বিএসইসি -র প্রধান উদ্দেশ্যসমূহের সচিত্র অবস্থা

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৪ সালে, যার উদ্দেশ্য ছিল বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি সঠিক ও কার্যকরী বাণিজ্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। ডিএসই দেশের বিভিন্ন শিল্প ও খাতে শেয়ার লেনদেনের সুযোগ প্রদান করে এবং এটি বাংলাদেশের শেয়ার বাজারের মূল ভিত্তি। ডিএসই’র নিবন্ধিত ট্রেড হোল্ডার (ব্রোকার) সংখ্যা বর্তমানে ৩০৭টি।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের দ্বিতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই) ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিএসই’র নিবন্ধিত ট্রেক হোল্ডার (ব্রোকার) সংখ্যা বর্তমানে ১৫৬টি।

স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যাবলি

- কোম্পানির সিকিউরিটিজের তালিকাভুক্তিকরণ;
- তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে লেনদেনের সুবিধা প্রদান;
- এক্সচেঞ্জের লেনদেন পদ্ধতির বাইরে শেয়ার উপহার/শেয়ার হস্তান্তর/ লেনদেনের অনুমোদন;
- বাজার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ;
- বাজারে সার্বক্ষণিক নজরদারি;
- তালিকাভুক্ত কোম্পানির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ;
- ট্রেকহোল্ডারদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন এবং আইন পরিপালন নিশ্চিতকরণ;
- বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ;
- বিনিয়োগকারীদের জন্য ইনভেস্টর প্রটেকশন ফান্ড রক্ষণাবেক্ষণ;
- মূল্য সংবেদনশীল এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানি সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যাদি অনলাইনের মাধ্যমে প্রকাশনা।

ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড (Capital Market Stabilization Fund)

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড) বিধিমালা, ২০২১ (সিএমএসএফ বিধিমালা ২০২১) দ্বারা ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড (সিএমএসএফ) গঠিত হয়। সিএমএসএফ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটি-ইস্যুকারীদের কাছ থেকে অবণ্টিত নগদ ও শেয়ার লভ্যাংশ, ফেরত না দেওয়া পাবলিক সাবস্ক্রিপশন মানি এবং অ-বরাদ্দকৃত রাইট শেয়ারের রক্ষক (কাস্টোডিয়ান) হিসাবে কাজ করে। সিএমএসএফ শেয়ারহোল্ডার বা বিনিয়োগকারীদের যথাযথ দাবির প্রেক্ষিতে তহবিলের নগদ অর্থ কিংবা শেয়ার সর্বদা (যে কোনো সময়) ফেরত দিতে বাধ্য। সিএমএসএফ দ্বারা প্রাপ্ত ফান্ড তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ ক্রয়- বিক্রয় সহ অন্যান্য সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ, শেয়ার বাজার মধ্যস্থতাকারীদের ঋণ প্রদান, তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ ধার দেওয়া-নেওয়া এবং বিনিয়োগকারীদের দাবি নিষ্পত্তির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দাবী নিষ্পত্তি (অবন্টিত শেয়ার/নগদ অর্থ)

মূলত বিনিয়োগকারীদের সহায়তার জন্য ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড (সিএমএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অ-বন্টিত নগদ লভ্যাংশ, বোনাস শেয়ার, অ-ফেরতকৃত পাবলিক সাবস্ক্রিপশন মানি (আইপিও চাঁদা), অ-বরাদ্দকৃত রাইট-শেয়ার ইত্যাদি সিকিউরিটিজ এর রক্ষকের ভূমিকায় সিএমএসএফ কাজ করে যাচ্ছে। বিনিয়োগকারী বা শেয়ারহোল্ডারদের দাবির প্রেক্ষিতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দাবি যাচাইপূর্বক সিএমএসএফ হতে উক্ত শেয়ার বা নগদ অর্থ দাবীদার বরাবর ফেরত দেওয়া হয়।

জুন ৩০, ২০২৫ পর্যন্ত সিএমএসফ কর্তৃক দাবী নিস্পত্তির চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

জুন ৩০, ২০২৪ পর্যন্ত সিএমএসএফ কর্তৃক দাবি নিষ্পত্তির চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

বিবরণ	ক্যাশ	শেয়ার
তহবিল সংগ্রহ	৬৮৯.৮৭ কোটি টাকা	১৪.৩৬ কোটি শেয়ার (বাজারমূল্য প্রায় ৭৫১.৩৭ কোটি)
প্রাপ্ত দাবির সংখ্যা	২৫৭০ টি	১৫৩৯ টি
নিষ্পত্তিকৃত দাবির সংখ্যা	২৩৪৬ টি	১৪৫৩ টি
নিষ্পত্তিকৃত দাবির পরিমাণ (টাকায়)	৮.৭০ কোটি	৩.১৪ কোটি শেয়ার (বাজারমূল্য প্রায় ৩১৫.১৭ কোটি)

দাবী নিষ্পত্তি (ডি-লিস্টেড কোম্পানি)

ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড (সিএমএসএফ) শুধু অবণ্টিত লভ্যাংশই নিষ্পত্তি করে না, বরং ডিলিস্টেড কোম্পানিগুলোর শেয়ার নিষ্পত্তির কাজও করে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নির্দেশনা অনুযায়ী, সিএমএসএফ ডিলিস্টেড কোম্পানিগুলির দাবি নিষ্পত্তি কার্যক্রম শুরু করেছে, যা বেক্সিমকো সিনথেটিকসের দাবি নিষ্পত্তির মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে। বর্তমানে আরও বেশ কিছু কোম্পানি ডিলিস্টিং প্রক্রিয়ার অধীনে আছে, এবং ভবিষ্যতে এই কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগকারীদের দাবিও সিএমএসএফ-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।

দাবি নিষ্পত্তি (ডি-লিস্টেড কোম্পানি)

বিবরণ	ক্যাশ
তহবিল	১০.১৯ কোটি
প্রাপ্ত দাবির সংখ্যা	২৩৫ টি
নিষ্পত্তিকৃত দাবির সংখ্যা	৪৩ টি
প্রক্রিয়াধীন দাবীর সংখ্যা	১৯২
নিষ্পত্তিকৃত ক্যাশ/নগদ অর্থ	১.০২ কোটি
নিষ্পত্তিকৃত শেয়ার	০.১০ কোটি (১০,১৭,৯৬৫ টি)

নবাগত বিনিয়োগকারীর জন্য বিনিয়োগের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। তাই এক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। একজন নবাগত বিনিয়োগকারী পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করার পূর্বেই তাকে লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং ঝুঁকি নেয়ার সক্ষমতা যাচাই করতে হবে। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীকে একটি হিসাব খুলতে হয় যা বেনেফিশিয়ারি ওনার্স (Beneficiary Owners) অথবা বিও (BO) হিসাব নামে পরিচিত। এই হিসাব সাধারণত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর ওয়েবসাইটে অনুমোদিত ব্রোকারেজ হাউজের তালিকা রয়েছে যা ট্রেক হোল্ডার (TREC Holder) লিস্ট নামে পরিচিত। বিও হিসাবের মাধ্যমে শুধু সিকিউরিটিজ তথা শেয়ার লেনদেন করা হয়। তাই অর্থ লেনদেনের জন্য প্রতিটি বিও হিসাবের বিপরীতে বিনিয়োগকারীর নামে একটি ব্যাংক হিসাবের প্রয়োজন হয়। বিও একাউন্ট খোলার জন্য গাইডলাইন হিসেবে একটি ভিডিও লিংক QR Code সহ এখানে সংযুক্ত করা হলো।

https://www.cdbl.com.bd/bo/#undefined

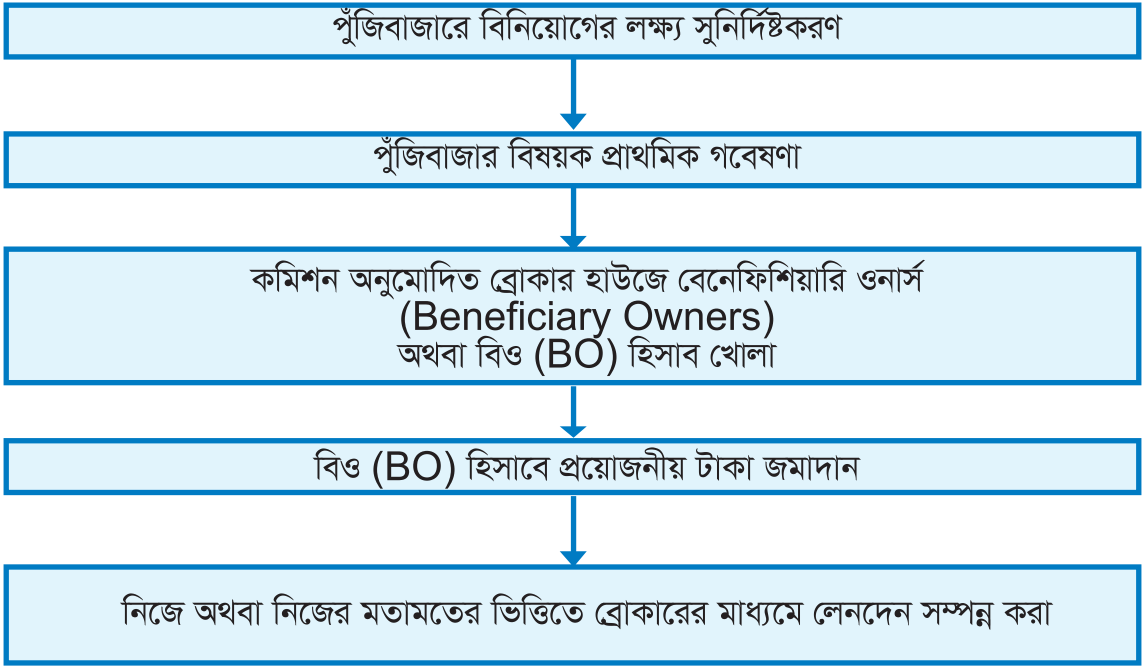

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের লক্ষ্য সুনির্দিষ্টকরণ

পুঁজিবাজার বিষয়ক প্রাথমিক গবেষণা

কমিশন অনুমোদিত ব্রোকার হাউজে বেনেফিশিয়ারি ওনার্স
(Beneficiary Owners)
অথবা বিও (BO) হিসাব খোলা

বিও (BO) হিসাবে প্রয়োজনীয় টাকা জমাদান

নিজে অথবা নিজের মতামতের ভিত্তিতে ব্রোকারের মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করা

চিত্রঃ ৩.৪: পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ধাপসমূহ

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত থাকলে অনলাইনেই বিও হিসাব খোলা সম্ভব। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট (বিদেশি বিনিয়োগকারীর জন্য), ব্যাংক চেকের পাতা, ছবি, নমিনি তথ্য, ই-মেইল এবং মোবাইল নাম্বার। তবে নবাগত বিনিয়োগকারীর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে:

১. বিবেচ্য বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে;

২. বিবেচ্য বিনিয়োগের বৈধতা যাচাই করতে হবে;

৩. বিবেচ্য বিনিয়োগের খরচ ও আয় যাচাই করতে হবে;

৪. বিবেচ্য বিনিয়োগের ঝুঁকি ও তারল্য সংক্রান্ত বিষয়াদি নিজ ঝুঁকি প্রোফাইলের সাথে মিলাতে হবে;

৫. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর অনুমোদিত ব্রোকারেজ হাউজ এ বিও হিসাব খুলতে হবে এবং এক্ষেত্রে উক্ত ব্রোকারেজ হাউজ এর ট্রেডিং সেটেলমেন্ট কত দ্রুত এবং নির্ভুল তা যাচাই করতে হবে; এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বিনিয়োগকারীর মতামত ব্যতীত ব্রোকারেজ হাউজ কোনো লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবেনা;

৬. প্রাথমিকভাবে যত টাকা বিনিয়োগ করতে চাই সে পরিমাণ অর্থ জমা করতে হবে; প্রয়োজনে বিনিয়োগকারী টাকা উত্তোলন করতে পারবে;

৭. নিজের বিনিয়োগ চাহিদা অনুযায়ী মৌলভিত্তি সম্পন্ন কোম্পানি খুঁজে বের করে বিনিয়োগ শুরু করতে হবে;

৮. সর্বদা নিজের বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর যথাযথ পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ সাধারণত দুইভাবে হয়ঃ

    ১. প্রাইমারি মার্কেটে বিনিয়োগ; ও
    ২. সেকেন্ডারি মার্কেটে বিনিয়োগ।

প্রাইমারি মার্কেটে বিনিয়োগ

আইপিওতে কোনো কোম্পানির শেয়ার কিংবা মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট ক্রয় করতে চাইলে ঐ শেয়ার বা মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ন্যূনতম লটের (ন্যূনতম শেয়ার সংখ্যা বা ইউনিটের সংখ্যা) নির্ধারিত মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ বিনিয়োগকারী তার গ্রাহক হিসাবে জমা করে ব্রোকারেজ হাউজের নির্ধারিত ফরম পূরণ করে আবেদন করতে পারেন। এমনকি বিনিয়োগকারী ব্রোকারেজ হাউজে ই-মেইলের মাধ্যমে আইপিওতে কোনো কোম্পানির শেয়ার কিংবা মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট ক্রয়ের আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে আইপিওতে কোম্পানির মোট প্রস্তাবকৃত শেয়ারের সংখ্যা কিংবা মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মোট প্রস্তাবকৃত ইউনিটের সংখ্যার চেয়ে আবেদন বেশি জমা পড়লে লটারির মাধ্যমে শেয়ার বা ইউনিট বরাদ্দ করা হয়। এছাড়াও বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড বা অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের ইউনিট ফান্ড ব্যবস্থাপকের নিকট থেকে ক্রয় করতে পারেন। আইপিওতে আবেদনের ক্ষেত্রে কোনো গ্রাহক তার নিজ নামে একটি এবং অপর কারো সাথে যৌথ নামে আরেকটি মোট দুটি আবেদন করতে পারেন।

সেকেন্ডারি মার্কেটে বিনিয়োগ

বিনিয়োগকারী তার ব্রোকারেজ হাউজে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে গ্রাহক হিসাব এবং বিও হিসাব খুলে কোনো তালিকাভুক্ত শেয়ার কিংবা মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট কিংবা বন্ড সরাসরি ক্রয় এবং পূর্বে ক্রয়কৃত কিংবা প্রাইমারি মার্কেটে বরাদ্দকৃত শেয়ার, বন্ড বা মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট বিক্রয় করতে পারেন।

সূচক (Index):

পুঁজিবাজারে সূচক হলো পুঁজিবাজারের সামগ্রিক অবস্থার পরিমাপক। সাধারণভাবে মার্কেটের সকল শেয়ারকে একটি পোর্টফলিও বিবেচনা করে এই সূচক নির্ধারণ করা হয়। সূচক দ্বারা নির্দিষ্ট ধরনের সিকিউরিটিজ বা তার নির্দিষ্ট অংশ ও সামগ্রিক অবস্থার ফলাফলের সংখ্যাতাত্ত্বিক মূল্যায়নকে তুলে ধরা হয়। এছাড়াও, শেয়ারের দৈনন্দিন ক্রয়-বিক্রয়, মূল্য উঠা-নামা, নতুন শেয়ার যোগ হওয়া এবং বোনাস বা রাইট শেয়ার দ্বারা বাজার সূচক হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সূচক পরিগণনায় নিম্নের ২টা পদ্ধতি দেখা যেতে পারেঃ

১) মূল্যভিত্তিক সূচক (Market Capitalization Weighted Index or Value Weighted Index):

যেখানে সূচকের প্রতিটি স্টকের দাম কোম্পানির মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন (Market Capitalization) অনুযায়ী হিসাব করা হয়। মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অর্থ কোম্পানির সমস্ত শেয়ারের মোট বাজার মূল্য।

বর্তমান সূচক মূল্য = [বর্তমান মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন (Current Market Capitalization) X ভিত্তিবছর (Base Year) / ভিত্তিবছরের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন (Market Capitalization of Base Year)

২) ফ্রি ফ্লোট শেয়ার মূল্য ভিত্তিতে সূচক (Float adjusted market capitalization weighted index):

এই ক্ষেত্রে, বিনিয়োগকারীর হাতে লেনদেনযোগ্য (tradable) শেয়ারের বর্তমান বাজার মূল্য ধরে পরিগণনা করা হয়। বর্তমানে এক্সচেঞ্জসমূহে এই পদ্ধতিতে সূচক নির্ধারণ করা হয়।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সকল শেয়ারের মূল্য সূচক হলো DSEX, তাই এই সূচক দিয়ে বাজারের সামগ্রিক অবস্থা বোঝা যায়। এছাড়াও আছে DSE30 সূচক, যেটি ৩০টি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে, DSES তৈরি করা হয়েছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত শরিয়াহ ভিত্তিক শেয়ারের সমন্বয়ে। প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় আরো নতুন নতুন সূচক আনয়ন করা সম্ভব।

শেয়ার ক্যাটাগরি

ক্র.	শেয়ার ক্যাটাগরি	ব্যাখ্যা
১.	'এ' ক্যাটাগরির কোম্পানি	১. যেসব তালিকাভুক্ত কোম্পানি নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা করে থাকে ২. ১০% বা তার বেশি হারে প্রতি ইংরেজি পঞ্জিকা বছরে লভ্যাংশ প্রদান করে।
২.	'বি' ক্যাটাগরির কোম্পানি	১. যেসব তালিকাভুক্ত কোম্পানি নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা করে থাকে কিন্তু ২. ১০% এর কম হারে প্রতি ইংরেজি পঞ্জিকা বছরে লভ্যাংশ প্রদান করে থাকে।
৩.	'এন' ক্যাটাগরির কোম্পানি	১. তালিকাভুক্তির পর নতুন লেনদেন শুরু হওয়া কোম্পানিকে 'এন' ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিয়মানুসারে পরবর্তী বছরে যথা সময়ে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই সভায় শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়। লভ্যাংশের পরিমাণের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে কোম্পানিকে শেয়ার লেনদেন করার সুযোগ করে দেয় এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ। ২. তালিকাভুক্তির পর প্রথম বছরে কোনো কোম্পানি লভ্যাংশ ঘোষণা না করলে সেটিকে বোর্ড সভা অনুষ্ঠানের পরবর্তী কার্যদিবসেই 'এন' থেকে 'জেড' ক্যাটাগরিতে স্থানান্তর করা হয়।
৪.	'জেড' ক্যাটাগরির কোম্পানি	১.যেসব কোম্পানি নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা ঠিক সময়ে করতে ব্যর্থ হয়েছে অথবা ২. কোনো ইংরেজি পঞ্জিকা বছরে লভ্যাংশ প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে অথবা কোম্পানির কার্যক্রম ছয় মাসের অধিক বন্ধ রয়েছে বা পুঞ্জিভূত ক্ষতি কোম্পানির মূলধনের চাইতে অধিক ।
৫.	'জি' ক্যাটাগরির কোম্পানি	১.উৎপাদন শুরু করেনি এমন কোম্পানি হিসেবে আইপিওর মাধ্যমে তালিকাভুক্ত গ্রিনফিল্ড কোম্পানিকে এই ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

লেনদেনের সঙ্গে কোম্পানির ক্যাটাগরির সম্পর্ক

ক্যাটাগরির সাথে লেনদেন নিষ্পত্তির সময় ও মার্জিন ঋণ (Margin loan) সম্পর্কিত কিছু বিষয় জড়িত। বর্তমানে এ, বি ও এন ক্যাটাগরির শেয়ার লেনদেন T+2 পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ শেয়ার কেনার তৃতীয় দিনে ক্রেতা তার শেয়ার পেয়ে যান। একইভাবে শেয়ার বিক্রির টাকা পেতেও তিন দিন সময় লাগে। জেড ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে টাকা বা শেয়ার পেতে প্রয়োজন ০৩ কর্মদিবস। কারণ এই ক্যাটাগরির শেয়ার লেনদেন নিষ্পন্ন হয় T+3 পদ্ধতিতে। জেড ক্যাটাগরির সিকিউরিটিজ ক্রয়ের জন্য কোনো মার্জিন ঋণ দেওয়া হয় না।

বিভিন্ন ধরনের ক্রয় / বিক্রয় আদেশ (orders)

নির্দিষ্ট পরিমাণ শেয়ার ক্রয় বা বিক্রয়ের আদেশের মাধ্যমে স্টক মার্কেটে লেনদেন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

উদাহরণ:

১. A Ltd. এর ২০০০ শেয়ার ক্রয়ের আদেশ দেওয়া।
২. B Ltd. এর ৫০০০ শেয়ার বিক্রয়ের আদেশ দেওয়া।

সীমিত আদেশ (Limit Order)

সীমিত আদেশ একটি অত্যন্ত প্রচলিত আদেশ যা বাজারে কার্যকর। ক্রেতা বা বিক্রেতা মূল্য নির্দিষ্ট করে দেন। সীমিত আদেশ প্রক্রিয়াটি তখনই উপস্থাপন করা হয় যখন বিনিয়োগকারী লেনদেনটি কার্যকর করতে উদ্যোগী হয় এবং তা বাজারে কাঙ্ক্ষিত মূল্যে পায়। দিন শেষে অকার্যকরী সীমিত আদেশগুলো বাতিল হয়ে যায়।

উদাহরণ:

১. নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় আদেশ দেওয়া।
২. ১০০০ অ শেয়ার market price এ এনা করা। যদি শেয়ারটির বাজার মূল্য ৬০ টাকা বা এর চেয়ে কম হয় তবে আদেশটি কার্যকর হবে।

বাজার আদেশ (Market Order)

মার্কেট অর্ডার হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিনিয়োগকারী বর্তমান বাজার দামে (at prevailing market rate) স্টকটি ক্রয় বা বিক্রয় করতে পারে। মার্কেট অর্ডারটি বর্তমান বাজারদরে কার্যকর হয়।

উদাহরণ: ১০০টি A Ltd. শেয়ার বাজার মূল্যে ক্রয়/বিক্রয়।

তাৎক্ষণিক আদেশ বা বাতিল করা (Immediate or Cancel Order)

তাৎক্ষণিক আদেশ প্রদান বা বাতিল করার ফলে বিনিয়োগকারী সিস্টেম থেকে দ্রুত শেয়ারটি ক্রয় বা বিক্রয় করতে পারে। তাৎক্ষণিকভাবে, যদি আদেশটি আংশিক পূরণ করা হয় তাহলে অকার্যকর অংশটি বাতিল হয়ে যায়।

স্মল ক্যাপ বোর্ড (Small Cap Board)

স্মল ক্যাপ বোর্ড হলো স্টক এক্সচেঞ্জে স্বল্প মূলধনি পাবলিক কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য এক বিশেষ ধরনের ট্রেডিং প্লাটফর্ম। এ প্লাটফর্মে স্বল্প মূলধনি কোম্পানি বলতে যাদের পরিশোধিত মূলধন ৫ কোটি টাকার কম নয় বা পুঁজিবাজার হতে উত্তোলনকৃত অর্থসহ ৫০ কোটির বেশি নয় যা সময় সময় পরিবর্তন হতে পারে এমন ছোট পুঁজির কোম্পানিকে বুঝাবে। স্টক এক্সচেঞ্জের মূল বোর্ডের ন্যায় সকল শ্রেণির বিনিয়োগকারী এখানে লেনদেন করতে পারে না, তবে স্টক এক্সচেঞ্জের Electronic Subscription System (ESS) এ নিবন্ধিত Qualified Investor-গণ এ বোর্ডে লেনদেন করতে পারে। একইভাবে Qualified Investor হিসেবে সকল শ্রেণির প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীসহ ব্যক্তিপর্যায়ে যাদের ৩০ লক্ষ টাকা যা সময় সময় পরিবর্তন হতে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ রয়েছে এমন ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত হবে। SME বোর্ডে তালিকাভুক্তির পূর্বে স্বল্পপুঁজির কোম্পানি Qualified Investor Offer (QIO) এর মাধ্যমে অর্থ বা মূলধন উত্তোলন করতে পারবে। উক্ত অফারে সাবসক্রিপশনের জন্য শুধু Qualified Investor অংশগ্রহণ করতে পারবে।

অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ড (Alternative Trading Board)

অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ড বা এটিবি হলো একটি প্ল্যাটফর্ম যা কোম্পানিগুলিকে তাদের শেয়ার, বন্ড, ওপেন এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড, অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড এবং অন্যান্য সিকিউরিটিজের ট্রেডিংয়ের জন্য একটি বিকল্প মাধ্যম প্রদান করে। এটি বিশেষ করে ছোট ও মাঝারি আকারের কোম্পানিগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে যাতে তারা সহজেই পুঁজির জোগান পেতে পারে এবং তাদের ব্যবসা প্রসারিত করতে পারে। এটিবি সাধারণত প্রাথমিক বাজারের তুলনায় কিছুটা সহজ শর্তাবলি প্রদান করে এবং এটি বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি নতুন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে। এটি মূলত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিকল্প ট্রেডিং সিস্টেম) বিধি, ২০১৯ এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (বিকল্প ট্রেডিং বোর্ড) নিয়মাবলি, ২০২২ এর অধীনে পরিচালিত হয়। বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগকারী যেমন, অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর, সিড ইনভেস্টর, স্টার্ট-আপ/গ্রোথ কোম্পানির স্পন্সর/প্রবর্তক ইত্যাদি এটিবি তে সহজে এক্সিট (exit) পথ খুঁজে পেতে পারেন। যেকোনো প্রকার অ-তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ, তালিকাচ্যুত সিকিউরিটিজ, ওপেন এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড বা বন্ড এবং অন্যান্য সিকিউরিটিজ ATB তে তালিকাভুক্ত করে লেনদেন করা যাবে। তবে লেনদেনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরিতে (তথা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড) ডিম্যাটেরিয়ালাইজড করে লেনদেন করতে হবে।

অধ্যায়ঃ ০৪

পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা

(Portfolio Management)

পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা (Portfolio Management)

পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা হলো ভিন্ন ভিন্ন বিনিয়োগ খাতে যেমন শেয়ার, বন্ড বা মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ঝুঁকির বৈচিত্র্য আনয়ন করার মাধ্যমে বেশি প্রাপ্তি (return) অর্জন করার প্রচেষ্টা। বিনিয়োগের বৈচিত্র্য আনয়ন দ্বারা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করে ঝুঁকি কমানো যায়, কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় না। যেমনঃ কোনো ডিম বিক্রেতা যদি বড় একটি ঝুড়িতে সবগুলো ডিম নিয়ে বসে থাকেন আর পাশে খেলায় মগ্ন বাচ্চাদের ফুটবলটি এসে সেই ঝুড়িতে আঘাত হানে তাহলে পুরো ঝুড়ি ভর্তি ডিমই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু তিনি যদি সেই ডিমগুলোই কয়েকটি আলাদা ঝুড়িতে করে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখতেন তাহলে সবগুলো ডিম একত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হতো না। এই নীতিকেই পুস্তকের ভাষায় বলা হয় বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি কমাতে “এক ঝুড়িতে সব ডিম না রাখার” নীতি।

প্রথম ধাপ: অর্থের উৎস

আয়ের অংশ
সঞ্চয়
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত
ঋণ
উপরের একাধিক বা
সবগুলোর মাধ্যমে

দ্বিতীয় ধাপঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ

বিনিয়োগের উদ্দেশ্য
জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ
ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটানো
অবসর জীবনের ব্যয় নির্বাহ
সন্তানদের শিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি
প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করুন
কিন্তু, ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

তৃতীয় ধাপঃ বিনিয়োগের সুনির্দিষ্ট ব্যবহার

প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ	উচ্চ মুনাফা ও প্রবৃদ্ধির ব্যবসা ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধিই মূল লক্ষ্য লভ্যাংশের স্বল্পহার সম্পদের তুলনামূলক উচ্চ মূল্যায়ন অবসর জীবন বা সুদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজন মেটানোর জন্য উপযুক্ত
আয়ের জন্য বিনিয়োগ	স্বল্প মুনাফা ও স্বল্প প্রবৃদ্ধির ব্যবসা বিদ্যমান ব্যবসা প্রধান লক্ষ্য উচ্চ লভ্যাংশ হার সম্পদের তুলনামূলক স্বল্প মূল্যায়ন। জীবনযাত্রা ও দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য উপযুক্ত

চিত্রঃ ৪.১: পোর্টফলিও ব্যবস্থাপনার ধাপসমূহ

পোর্টফোলিও গঠন

নিজের ইচ্ছামতো ভিন্ন ভিন্ন বিনিয়োগ খাতে বিনিয়োগ করলেই ঝুঁকি কমে যায় না; বরং বিনিয়োগ করতে হবে ভিন্ন ভিন্ন বিনিয়োগ খাতে যাদের মধ্যে সহঃসম্পর্ক (correlation) কম। একজন বিনিয়োগকারী যদি তার সম্পূর্ণ বিনিয়োগ বিভিন্ন খাতে এবং কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে তাহলে, একটি খাতের লোকসান হলে অন্য খাতের লাভে পুষিয়ে যাবে।

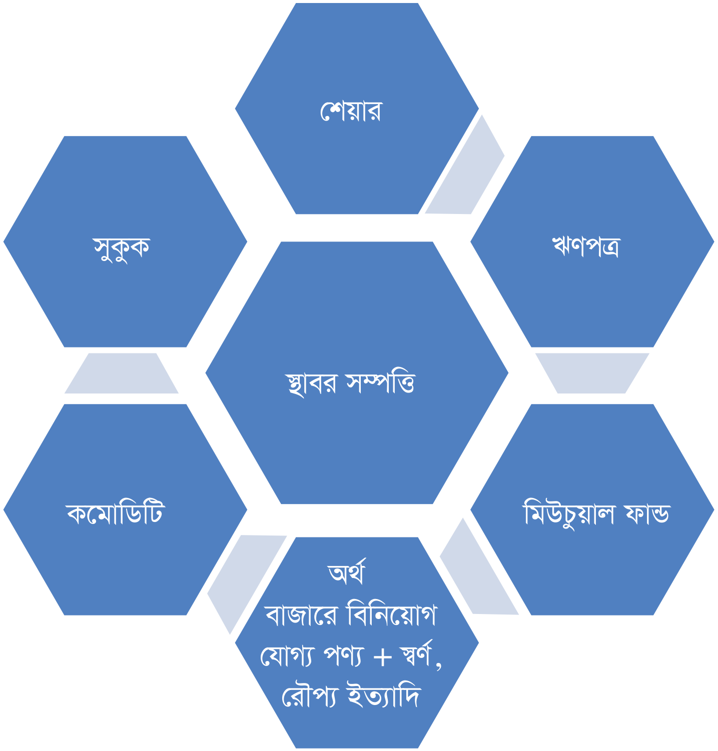
শেয়ার
সুকুক
ঋণপত্র
স্থাবর সম্পত্তি
কমোডিটি
মিউচুয়াল ফান্ড
অর্থ বাজারে বিনিয়োগ যোগ্য পণ্য + স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি

চিত্রঃ ৪.২: পোর্টফলিও গঠনের সম্ভাব্য পণ্যসমূহ

পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার মূলনীতি

কোনো বিনিয়োগকারী তার পোর্টফোলিও তৈরি করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয় দুটির দিকে খেয়াল রাখবেন-

- বিনিয়োগের লক্ষ্য
- ঝুঁকি সহনশীলতা

বিনিয়োগ বিন্যস্তকরণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। তবে অধিক বিন্যস্তকরণ মুনাফা কমিয়ে দিতে পারে। সঠিক বিন্যস্তকরণের কৌশল আয়ত্ত করা জরুরি।

বিনিয়োগের সাত স্বর্ণসূত্র

১. দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক পরিকল্পনা করে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করুন;
২. ভালো কোম্পানি বিনিয়োগের জন্যও ভালো;
৩. নিরাপত্তার মার্জিন (Margin of Safety) রেখে বিনিয়োগ করুন;
৪. নিজের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিজেই নিন এবং জানুন আপনি কি করতে যাচ্ছেন;
৫. সবাই যা করছে তা করা থেকে বিরত থাকা। কারণ সবাই করা মানেই তা সঠিক নয়;
৬. আপনার সকল সম্পদ একক বিনিয়োগ পণ্যে বিনিয়োগ না করে বিভিন্ন বিনিয়োগ পণ্যে বিনিয়োগ করুন যেন ঝুঁকি কমানো যায়। তবে অতিরিক্ত বৈচিত্র্য হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;
৭. সবসময় শিখন প্রক্রিয়ায় থাকতে হবে (Never stop learning)

মৌলভিত্তি সম্পন্ন কোম্পানি (Fundamentally Strong Company)

যে সকল কোম্পানির আর্থিক অবস্থা, ব্যবস্থাপনার গুণমান, প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা এবং সামগ্রিক ব্যবসায়িক কার্যাবলি টেকসই অবস্থায় বিদ্যমান তাদেরকে বলা হয় মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানি ।

কেন মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবো?

- বিনিয়োগ ঝুঁকি কমানোর জন্য;
- অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য;
- দীর্ঘমেয়াদে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির জন্য;
- লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য;
- প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন বিরাজমান থাকে বিধায়;
- সঠিক সময়ে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করে বিধায়।

কীভাবে বুঝবো কোম্পানিটি মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানি?

নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করে যদি মনে হয় কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভালো তাহলে আমরা বুঝবো কোম্পানিটি মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানি।

- আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ;
- নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান এবং লভ্যাংশের হার;
- ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব;
- মুনাফা, শেয়ার প্রতি আয় শেয়ার প্রতি নিট সম্পদের পরিমাণ ও এগুলোর ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি;
- শেয়ার বাজারের মূল্যায়ন।

বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- বিগত সময়ে মূল্য পরিবর্তন পর্যালোচনা;
- বাজার, সেক্টর ও সিকিউরিটিজের মূল্য/আয় অনুপাত পর্যালোচনা;
- বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে পুঁজি বণ্টনের মাধ্যমে পরিকল্পনা বিভিন্ন সেক্টর এবং ধরনের সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের মাধ্যমে পোর্টফোলিও গঠন করে বিনিয়োগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;
- বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিধি-বিধান এবং লেনদেন সংক্রান্ত নিয়মকানুন মেনে চলা।

ঋণকৃত বিনিয়োগ (Margin Loan)

বিনিয়োগকারী ঋণকৃত অর্থ দিয়ে কোনো সম্পদ ক্রয় করলে, সেই অবস্থানকে বিনিয়োগকারীর Leveraged Position বলে। পুঁজিবাজারে সাধারণত বিনিয়োগকারীরা Broker House বা Portfolio Manager হতে ঋণ নিয়ে শেয়ার ক্রয়/বিনিয়োগ করে থাকে, যা Margin Loan (মার্জিন ঋণ) হিসেবে পরিচিত। এটি বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগ ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। নিম্নে একটি উদাহরণ দিয়ে বিনিয়োগকারীর অবস্থান বুঝানোর চেষ্টা করা যেতে পারে:

শেয়ার মূল্য ১০% বৃদ্ধিতে

মনে করি আপনি সন্ধ্যাতারা কোম্পানির ১০০০টি শেয়ার ক্রয় করলেন যার বর্তমান বাজার মূল্য ১০০ টাকা। শেয়ার মূল্য ১০% বৃদ্ধি পেলে, যদি আপনি সম্পূর্ণ অর্থ নিজ তহবিল (Own fund) হতে বিনিয়োগ করেন অথবা বিনিয়োগের কিছু অংশ ঋণ করেন; সেক্ষেত্রে আপনার নগদ ও ঋণকৃত অবস্থায় মুনাফা হার নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলোঃ

	নগদ অবস্থায়	ঋণকৃত (৬০%)
সন্ধ্যাতারা কোম্পানির শেয়ারের বর্তমান মূল্য	১০০	১০০
শেয়ার ক্রয়ের পরিমাণ	১,০০০	১০০০
বিনিয়োগের পরিমাণ (নগদ/ঋণসহ)	১,০০,০০০	১,০০,০০০
শেয়ার মূল্য ১০% বৃদ্ধি/হ্রাসে	১,১০,০০০	১,১০,০০০
মূলধনি লাভ/লোকসান	১০,০০০	১০,০০০
নগদ লভ্যাংশ (৫% মার্কেট yield)	৫,০০০	৫,০০০
৯% হারে ঋণের উপর সুদ	-	(৫,৪০০)
মোট লাভ	১৫,০০০	৯,৬০০
মুনাফা হার (On own fund)	১৫%	২৪%

নগদ অবস্থায়

নিজ তহবিল হতে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করায়, নগদ অবস্থার নিজের তহবিল হতে বিনিয়োগের পরিমাণ
= (শেয়ার ক্রয়ের পরিমাণ × শেয়ারের বর্তমান মূল্য)
= (১,০০০ × ১০০)
= ১, ০০,০০০ টাকা

মুনাফা হার (On own fund)* = (মোট লাভ ÷ নিজে তহবিল হতে বিনিয়োগের পরিমাণ)
= (১৫,০০০ ÷ ১, ০০,০০০) = ১৫%

ঋণকৃত (৬০%) অবস্থায়

মনে করি, নিজ তহবিল হতে বিনিয়োগের ৪০% ও বাকি ৬০% মার্জিন ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করা হলো।

ব্যক্তি বিনিয়োগ (Initial Margin) (৪০%)	(১,০০,০০০×৪০%)= ৪০,০০০
ঋণ (Margin Loan) (৬০%)	(১,০০,০০০×৬০% = ৬০,০০০
(অন্যান্য খরচ বিবেচনায় না নিয়ে)	

মুনাফা হার (On own fund) = (মোট লাভ ÷ নিজে তহবিল হতে বিনিয়োগের পরিমাণ)
= (৯,৬০০÷ ৪০,০০০) = ২৪%

উপরের উদাহরণ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শেয়ার মূল্য যদি বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে ঋণকৃত অবস্থায় মুনাফার হার নগদ অবস্থার তুলনায় বেশি হয়।

শেয়ার মূল্য ১০% হ্রাসে

মনে করি আপনি সন্ধ্যাতারা কোম্পানির ১০০০ টি শেয়ার ক্রয় করলেন যার বর্তমান বাজার মূল্য ১০০ টাকা। শেয়ার মূল্য ১০% হ্রাস পেলে, যদি আপনি সম্পূর্ণ অর্থ নিজ তহবিল (Own fund) হতে বিনিয়োগ করেন অথবা বিনিয়োগের কিছু অংশ ঋণ করেন; সেক্ষেত্রে আপনার নগদ ও ঋণকৃত অবস্থায় মুনাফা হার নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো।

	নগদ অবস্থায়	ঋণকৃত (৬০%)
সন্ধ্যাতারা কোম্পানির শেয়ারের বর্তমান মূল্য	১০০	১০০
শেয়ার ক্রয়ের পরিমাণ	১,০০০	১০০০
বিনিয়োগের পরিমাণ (নগদ/ঋণসহ)	১,০০,০০০	১,০০,০০০
শেয়ার মূল্য ১০% বৃদ্ধি/হ্রাসে	৯০,০০০	৯০,০০০
মূলধনি লাভ/লোকসান	(১০,০০০)	(১০,০০০)
নগদ লভ্যাংশ (৫% মার্কেট yield)	৫,০০০	৫,০০০
৯% হারে ঋণের উপর সুদ	-	(৫,৪০০)
মোট লোকসান	(৫,০০০)	(১০,৪০০)
ক্ষতির হার (On own fund)	(৫%)	(২৬%)

নগদ অবস্থায়

নিজ তহবিল হতে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করায়, নগদ অবস্থার নিজের তহবিল হতে বিনিয়োগের পরিমাণ
= (শেয়ার ক্রয়ের পরিমাণ × শেয়ারের বর্তমান মূল্য)
= (১,০০০ × ১০০)
= ১, ০০,০০০ টাকা
ক্ষতির হার (On own fund) = (মোট লাভ ÷ নিজে তহবিল হতে বিনিয়োগের পরিমাণ)
= (-৫,০০০ ÷ ১, ০০,০০০) =- ৫%

ঋণকৃত (৬০%) অবস্থায়

মনে করি, নিজ তহবিল হতে বিনিয়োগের ৪০% ও বাকি ৬০% মার্জিন ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করা হলো।

ব্যক্তি বিনিয়োগ (Initial Margin) (৪০%)	(১,০০,০০০×৪০%)= ৪০,০০০
ঋণ (Margin Loan) (৬০%)	(১,০০,০০০×৬০% = ৬০,০০০
(অন্যান্য খরচ বিবেচনায় না নিয়ে)	

ক্ষতির হার (On own fund)* = (মোট লাভ ÷ নিজে তহবিল হতে বিনিয়োগের পরিমাণ)
= (-১০,৪০০ ÷ ৪০,০০০) = -২৬%
উপরের উদাহরণ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শেয়ার মূল্য যদি হ্রাস পায় সেক্ষেত্রে ঋণকৃত অবস্থায় ক্ষতির হার নগদ অবস্থার তুলনায় বেশি হয়।

মার্জিন ঋণের ঝুঁকিসমূহ

১. মার্জিন ঋণ ব্যবহার করে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করলে শেয়ারের দর বাড়লে যেমন লাভের হার বেশি হয় ঠিক তেমনি শেয়ারের দর কমলে ক্ষতির হারও অনেক বেশি হয়, যার উদাহরণ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. মার্জিন ঋণ নিয়ে বিনিয়োগের পর যদি শেয়ারের দর কমে যায় তখন নগদ টাকা জমা করার প্রয়োজন হয়। বিনিয়োগকারীর ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠান মার্জিন কল এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীকে নগদ টাকা জমা দিয়ে মূলধন বাড়ানোর বিষয়ে অবহিত করে।

বিনিয়োগকারী যদি নগদ টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হয় তখন তার ব্রোকারেজ হাউজ জোরপূর্বক বিক্রয় (Forced Sell) এর মাধ্যমে মার্জিন ঋণ আদায় করে।

৩. শেয়ার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মার্জিন ঋণ ব্যবহার করলে বিনিয়োগকারীর লাভ-ক্ষতি যাই হোক না কেন বিনিয়োগকারীকে মার্জিন ঋণ এর সুদ ব্যয় বহন করতে হয়।

৪. বিনিয়োগকারী যদি সতর্কতার সাথে মার্জিন ঋণ এর টাকা ব্যবহারে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে এটি তার জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি করে এবং এটি তাকে আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত করে।

সতর্কতাঃ আপনি যদি পুঁজিবাজারে লেনদেন ও এর গতিপ্রকৃতি এবং মার্জিন ঋণ ও এর ফলাফল সম্পর্কে অবগত না থাকেন তবে মার্জিন ঋণের চুক্তি সম্পাদন ও ঋণগ্রহণ হতে বিরত থাকুন।

ঝুঁকি এবং মুনাফা

ঝুঁকি

ধরুন আপনি একটি শেয়ার ক্রয় করলেন ১০ টাকা দিয়ে। আপনি প্রত্যাশা করছেন শেয়ার দাম বেড়ে ১২ টাকা হবে। এখন আপনার সাথে ২টি ঘটনা ঘটতে পারে; কিছু দিন পর

১. শেয়ারের দাম ১৫ টাকা হয়ে গেল অথবা ২. শেয়ারের দাম ৭ টাকা হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন হলো এখানে কোনোটি ঝুঁকি?

আসলে এখানে উভয় ঘটনাই আপনার জন্য ঝুঁকি। কারণ আপনার প্রত্যাশা থেকে প্রকৃত ফলাফল পার্থক্য হলে তাকে ঝুঁকি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

প্রত্যাশিত ফলাফল - প্রকৃত ফলাফল = ঝুঁকি

ঝুঁকি হলো এক ধরনের অনিশ্চয়তা যার সম্ভাবনা গণনা করা যায়।

মুনাফা

মুনাফা হলো বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে অতিরিক্ত প্রাপ্তি। আপনি যদি কোনো ব্যবসা করেন, আপনার বিক্রয় হতে যাবতীয় সকল ব্যয় বাদ দেওয়ার পর যে পরিমাণ অর্থ থাকে তাকে মুনাফা বলে।

ধরুন আপনি পুঁজিবাজার হতে ১০ টাকা দিয়ে একটি শেয়ার ক্রয় করে সেটি আপনি ১৫ টাকায় বিক্রয় করলে এখানে আপনার মুনাফা গণনার সময় যাবতীয় ব্যয় (ব্রোকারের কমিশন) বাদ দিতে হবে।

বর্তমানে ব্রোকারের কমিশন ০.৪%

আপনার শেয়ারের ক্রয়মূল্য হবে [১০+ (১০ X ০.৪%)]= ১০.০৪ টাকা

শেয়ারের বিক্রয়মূল্য হবে [১৫-(১৫X০.৪%)]= ১৪.৯৪ টাকা (যেহেতু ০.৪% কমিশন ব্রোকার পাবে তাই বিক্রয়মূল্য হতে তা বাদ দিয়ে দেখানো হয়েছে)

শেয়ারটি হতে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ = (১৪.৯৪-১০.০৪) = ৪.৯০ টাকা

ঝুঁকি এবং মুনাফা

ঝুঁকি আর মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক সমমুখি/ ধনাত্মক, ঝুঁকি যত বৃদ্ধি পাবে মুনাফা প্রাপ্তির সম্ভাবনা তত বৃদ্ধি পায়।

ধরুন, আপনার কাছে ১,০০,০০০ টাকা আছে যা আপনি বিনিয়োগ করতে চান। আপনার কাছে ২টি বিকল্প আছে ধরে নিচ্ছি।

i. আপনি ১,০০,০০০ টাকা ৫ বছরের জন্য বার্ষিক ১২% সুদে ব্যাংকে জমা রাখতে পারেন।

ii. আপনি চাইলে এই ১,০০,০০০ টাকা দিয়ে শেয়ার ক্রয় করতে পারেন।

ব্যাংকে টাকা রাখলে আপনি প্রতি বছর ১২,০০০ টাকা সুদ হিসেবে পাবেন এবং মেয়াদান্তে আপনার মূলধন ১,০০,০০০ টাকা ফিরত পাবেন। অপরদিকে শেয়ার ক্রয় করলে আপনার বিনিয়োগকৃত অর্থ দ্বিগুণ বা এর চেয়ে বেশি হতে পারে আবার বিনিয়োগকৃত মূলধনের কিছু অংশ হারাতে পারেন। এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি, শেয়ারে বিনিয়োগে ঝুঁকি বেশি বিধায় এর থেকে মুনাফার সম্ভাবনা বেশি।

আবার শেয়ারের তুলনায় ব্যাংকে ঝুঁকি কম বিধায় মুনাফার সম্ভাবনা সীমিত বা কম।

যে বিনিয়োগকারী ঝুঁকি কম নিতে চায় এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের নিরাপত্তা চায় তাদেরকে ঝুঁকি বিমুখ বিনিয়োগকারী (risk averse) বলা হয়ে থাকে।

যে বিনিয়োগকারী ঝুঁকি বেশি নিতে চায় অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ নয় তাদের ঝুঁকি গ্রহণকারী বিনিয়োগকারী (risk taker) বলা হয়ে থাকে।

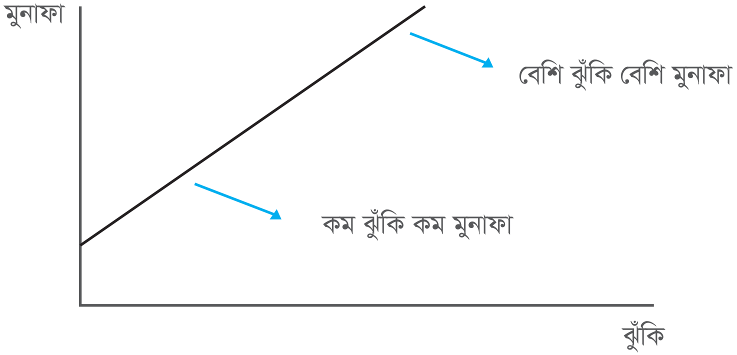

চিত্রঃ ৪.২: ঝুঁকি এবং মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক

ঝুঁকির প্রকার/ধরন

ব্যবসায়িক ঝুঁকি (Business Risk)

আপনি যদি কোনো শেয়ার বিনিয়োগ করেন অথবা ব্যাংকে টাকা রাখেন। আপনার কাঙ্ক্ষিত আয় নির্ভর করবে উক্ত কোম্পানির পরিচালনা দক্ষতার উপর। যে কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেছেন, কোনো কারণে ঐ কোম্পানির বিক্রয়ের পরিমাণ কমে গেল, কাঁচামালের সংকট অথবা কাঁচামালের ব্যয় অনুপাতে বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়া ইত্যাদি পরিচালনাগত কারণে কোম্পানি তার কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করতে পারবে না। এতে করে কোম্পানি শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ দিতে অপারগ হতে পারে। ব্যাংকের ক্ষেত্রেও পরিচালনাগত কারণে ব্যাংকের সুদ হতে যে পরিমাণ আয় হয় তা কমে যেতে পারে (যেমন: ব্যাংকের নন পারফর্মিং লোন/ কুঋণ বৃদ্ধি), তখন আপনার কাঙ্ক্ষিত আয় পেতে নাও পারেন। এ ধরনের ঝুঁকিকে ব্যবসায়িক ঝুঁকি বলা হয়ে থাকে।

আর্থিক ঝুঁকি (Financial Risk)

যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কাঠামোর কারণে মুনাফার পরিমাণ প্রভাবিত হয়, তখন তাকে আর্থিক ঝুঁকি বলা হয়ে থাকে। ধরুন আপনি একটি কোম্পানির শেয়ারে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করলেন। ঐ সময়ে তাদের আর্থিক কাঠামো (অর্থাৎ মোট সম্পদের কতটুকু অংশ তাদের মালিক কর্তৃক বিনিয়োগকৃত আর কতটুকু অংশ ধারকৃত) অবস্থা একরকম ছিল। কিছু বছর পর যদি ঐ কোম্পানির ধারকৃত অর্থের পরিমাণ আগের অনুপাতের চেয়ে অসহনীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পায়, তখন ঐ কোম্পানি তার ধারকৃত অর্থের উপর সুদ পরিমাণ বেড়ে যাবে। এর ফলে তাদের মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পাবে, সেক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডারদেরকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় লভ্যাংশ প্রদানে অপারগ হবে। এই ঝুঁকি ব্যাংকের আমানতকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অপদ্ধতিগত ঝুঁকি (Unsystematic Risk)

যে ঝুঁকি একটি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ কারণে সংগঠিত হয়, যা কোম্পানি চাইলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাকে অপদ্ধতিগত ঝুঁকি বলে। যেমন: কোম্পানির পরিচালনা সংক্রান্ত, আর্থিক কাঠামো সংক্রান্ত ঝুঁকি ইত্যাদি। এই ধরনের ঝুঁকি চাইলে কোম্পানি এড়াতে পারে।

অন্যদিকে একজন বিনিয়োগকারীর ক্ষেত্রে অপদ্ধতিগত ঝুঁকি সৃষ্টি হয় যদি সে শুধু একটি বা দুটি কোম্পানিতে তার সম্পূর্ণ অর্থ বিনিয়োগ করে। কারণ যদি সেই কোম্পানি কোনো কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তখন তার সম্পূর্ণ অর্থ হারানোর আশঙ্কা থাকে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী পোর্টফলিও তৈরি করে (অর্থাৎ সম্পূর্ণ অর্থ এক কোম্পানিতে বিনিয়োগ না করে বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা) এবং পোর্টফলিও বৈচিত্র্যকরণ (ভিন্ন ভিন্ন খাতে বিনিয়োগ) মাধ্যমে এই ঝুঁকি এড়াতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

পদ্ধতিগত ঝুঁকি (Systematic Risk)

যে একটি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণের বাইরে উপাদান থেকে সৃষ্টি হয় তাকে পদ্ধতিগত ঝুঁকি বলে। যেমন: মুদ্রাস্ফীতি, সুদের হার, বিনিময় হার ইত্যাদি। এই ঝুঁকি কোম্পানির একার পক্ষে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এই ঝুঁকির ফলে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা খারাপের দিকে অবধাবিত হয়।

অন্যদিকে, পদ্ধতিগত ঝুঁকির সম্মুখীন হলে পোর্টফলিও এবং এর বৈচিত্র্যকরণ মাধ্যমে বিনিয়োগ এই ঝুঁকি এড়াতে পারে না। কারণ সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা যখন খারাপ অবস্থানে থাকে তখন এই ক্ষতি বিনিয়োগকারীকেও বহন করতে হয়। যেমন: মুদ্রাস্ফীতির সাথে যদি ব্যাংকের সুদের হার সমন্বয় না করা হয়, তখন আমানতকারীর প্রকৃত সুদের (বার্ষিক সুদের হার থেকে মুদ্রাস্ফীতি বাদ দিলে প্রকৃত সুদের হার পাওয়া যায়) হার কমে যায়। এই ঝুঁকি বিনিয়োগকারীর একার পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

বন্ডের প্রকৃত মুনাফা পরিগণনা (Bond Yield Calculation)

সরল সুদ

শুধু ঋণকৃত অর্থের অপরিশোধিত অংশের উপর নির্দিষ্টহারে প্রদেয় সুদকে সরল সুদ বলা হয়। এক্ষেত্রে সুদের উপর সুদ ধার্য করা হয় না।

চক্রবৃদ্ধি সুদ

ঋণকৃত অর্থ এবং প্রদেয় সুদ একীভূত করে তার উপর পুনরায় সুদ আরোপ করার প্রক্রিয়াকে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হয়। এক্ষেত্রে অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ অধিকহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

চক্রবৃদ্ধি সুদের মাধ্যমে বর্তমান মূল্য থেকে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণের উদাহরণ (সময় রেখায়)

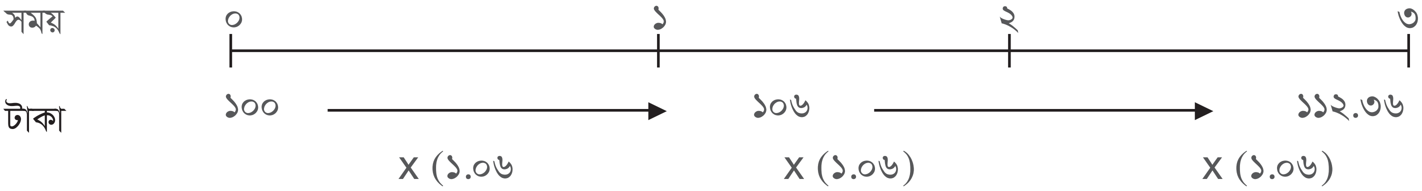
সময়
০
১
২
৩
টাকা
১০০
১০৬
১১২.৩৬
x (১.০৬
x (১.০৬)
x (১.০৬)

ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির বর্তমান মূল্য নির্ধারণের উদাহরণ (সময় রেখায়)

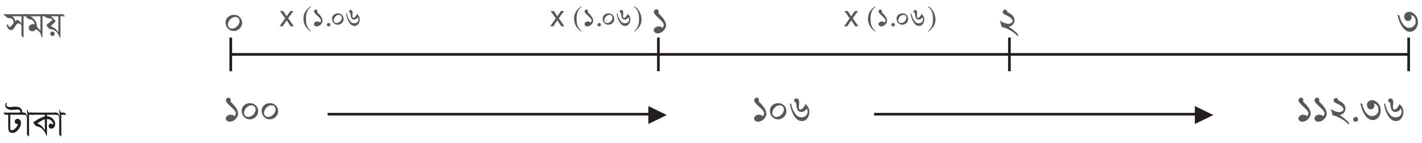
সময়
০
x (১.০৬
x (১.০৬)
১
x (১.০৬)
২
৩
টাকা
১০০
১০৬
১১২.৩৬

বার্ষিক বৃত্তি (Annuity)

বিনিয়োগকারীকে আর্থিক পরিকল্পনা করার সময় বিনিয়োগের বার্ষিক বৃত্তি (Annuity) বিবেচনা করে বিনিয়োগ করতে হবে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সমান পরিমাণের অর্থ প্রবাহকে (Cash Flow) বুঝায় ।

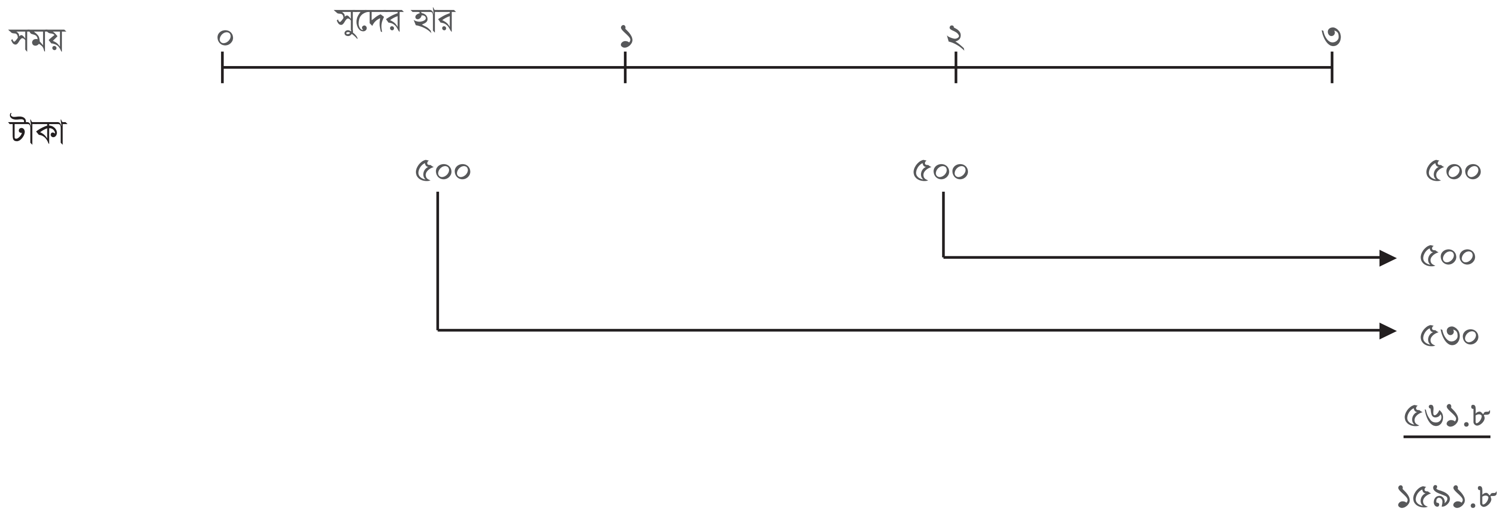
সময়
০
সুদের হার
১
২
৩
টাকা
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫৩০
৫৬১.৮
১৫৯১.৮

অধ্যায়ঃ ০৫

আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ

আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ

ঝুঁকি প্রকার/ধরন

আর্থিক বিবরণী প্রতিটি কোম্পানির প্রতিবিম্বস্বরূপ। প্রতিটি তালিকাভুক্ত কোম্পানিকে ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক ভিত্তিতে তাদের আর্থিক বিষয়াবলিও সক্ষমতার বিষয়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থার পাশাপাশি বিনিয়োগকারী ও বিভিন্ন স্টেক-হোল্ডারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করতে হয়। এই আর্থিক প্রতিবেদনের মূল উদ্দেশ্য হলো আর্থিক তথ্য অর্থাৎ কোম্পানির আর্থিক অবস্থা এবং লাভ-লোকসান সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের অবহিত করা। এই আর্থিক বিবরণীসমূহ কোম্পানির ওয়েবসাইটে দেয়া থাকে। বিনিয়োগকারী হিসেবে সিদ্ধান্তগ্রহণের পূর্বে আমাদের দেখতে হবে আর্থিক বিবরনসমূহ এবং কীভাবে এগুলো বিশ্লেষণ করা হয়।

আর্থিক বিবরণী এবং এদের উপাদানসমূহ

আইএএস (IAS-1) স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রতিটি কোম্পানির নোটস টু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এর বাইরে ৪টি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হয় যা নিচে উল্লেখ করা হলো। এছাড়াও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন দেখা প্রয়োজন যা কোম্পানির সার্বিক অবস্থার প্রতিফলন এবং হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত মান অনুসৃত হয়েছে কিনা তা যাচাই করে।

আর্থিক বিবরণীর নাম	বিবরণ
আর্থিক অবস্থা বিবরণী (Balance Sheet)	বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনের সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্বাধিকার এর অবস্থা প্রকাশ করে
লাভ লোকসান বিবরণী (Statement of Profit and Loss)	সারা বছরের আয় ব্যয় এর সামগ্রিক অবস্থা প্রকাশ করে
নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statement)	সারা বছরে নগদ আন্ত ও বহিঃ প্রবাহের বিবরণী
ইকুইটি পরিবর্তনের হিসাব বিবরণী (Changes in Equity Statement)	বছরান্তে কোম্পানিতে শেয়ারহোল্ডারদের অবদানের পরিমাণ

ছকঃ ৫.১: আর্থিক বিবরণীসমূহ

উপর্যুক্ত আর্থিক বিবরণীগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারি একটি কোম্পানি কেমনভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আর্থিক বিবরণী প্রাথমিক ভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে অনুপাত বিশ্লেষণ (Ratio Analysis)| বিভিন্ন ধরনের অনুপাত বিশ্লেষণ করে আমরা জানতে পারবো কোম্পানিটি লাভ করছে নাকি লোকসান করছে। কোম্পানির অতীত কার্য সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে অনুপাত বিশ্লেষণ কার্যকরী ভূমিকা রাখে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে অনুপাত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংখ্যার পেছনে প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করা আবশ্যক। কোম্পানির নিজ কার্যের কয়েক বছরের তথ্য অথবা প্রতিযোগী কোম্পানির তথ্য নিয়ে অনুপাত বিশ্লেষণ করলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হয়। নিচে প্রয়োজনীয় অনুপাতসমূহ উল্লেখ করা হলো।

১. লাভজনকতা অনুপাত (Profitability Ratios): লাভজনকতা অনুপাত একটি কোম্পানির মুনাফার ক্ষমতা পরিমাপ করে। এটি কোম্পানির মোট আয় থেকে লাভের পরিমাণ নির্ধারণ করে।

২. তারল্য অনুপাত (Liquidity Ratios): তারল্য অনুপাত কোম্পানির স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষমতা মূল্যায়ন করে। এটি বর্তমান সম্পদ এবং বর্তমান দায়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে।

৩. সচ্ছলতা অনুপাত (Solvency Ratio): কোম্পানির দীঘমেয়াদে দায় পরিশোধের ক্ষমতা বোঝার জন্য সচ্ছলতা অনুপাত সাহায্য করে। এটি কোম্পানির মোট ঋণ এবং মোট ইক্যুইটির মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে, যা কোম্পানির আর্থিক কাঠামো এবং ঝুঁকির মূল্যায়ন করে।

৪. কার্যকারিতা অনুপাত (Efficiency Ratio): কার্যকারিতা অনুপাত কোম্পানির সম্পদ ব্যবহারের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে। এটি সম্পদ ব্যবহার করে কতটা বিক্রয় সৃষ্টি হয়েছে তা নির্দেশ করে।

SELL
BUY

নিচের টেবিল এ এই অনুপাতগুলোর সূত্র সহকারে দেয়া হলো।

অনুপাতের ধরন	অনুপাতের নাম	সূত্র
লাভজনকতা অনুপাত	মোট লাভ অনুপাত (Gross Profit Margin)	মোট লাভ / বিক্রয়
	নিট লাভ অনুপাত (Net Profit Margin)	নিট লাভ / বিক্রয়
	ইক্যুইটি রিটার্ন অনুপাত (Return on Equity)	নিট লাভ / মোট ইক্যুইটি
	সম্পদ রিটার্ন অনুপাত (Return on Assets)	নিট লাভ / মোট সম্পদ
তারল্য অনুপাত	চলতি অনুপাত (Current Ratio)	তরল সম্পদ / তরল দায়
	তড়িৎ অনুপাত (Quick Ratio)	(তরল সম্পদ- তরল দায়)/ তরল দায়
সচ্ছলতা অনুপাত	ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত (Debt to Equity Ratio)	মোট ঋণ / মোট ইক্যুইটি
	মোট সম্পদ অনুপাত (Debt to Total Assets Ratio)	মোট ঋণ / মোট সম্পদ
কার্যকারিতা অনুপাত	সম্পদ ব্যবহারের অনুপাত (Asset Turnover Ratio)	বিক্রয় / মোট সম্পদ
	মজুদ ঘূর্ণন অনুপাত (Inventory Turnover Ratio)	বিক্রিত পণ্যের ক্রয়মূল্য / গড় মজুদ
	দেনাদার ঘূর্ণন অনুপাত (Receivables Turnover Ratio)	বিক্রয় / গড় পাওনা

এছাড়াও কোম্পানি মার্কেট কার্যাবলি বিশ্লেষণ করার জন্য কিছু অনুপাত ব্যবহার করা হয় যা বাজার অনুপাত নামে পরিচিত। নিচে কিছু বাজার অনুপাত সম্পর্কে বলা হলো।

- শেয়ার প্রতি আয় (Earnings per Share): এটি কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট আয় নির্দেশ করে থাকে।
- মূল্য-আয় অনুপাত (Price to Earnings Ratio - P/E Ratio): এটি একটি কোম্পানির শেয়ারের বর্তমান বাজার মূল্য এবং তার প্রতি শেয়ারের আয় (EPS) এর মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে। এটি বিনিয়োগকারীদের কোম্পানির শেয়ার মূল্যায়নে সাহায্য করে।
- নিট সম্পদ মূল্য (Net Asset Value – NAV): এটি শেয়ার প্রতি কোম্পানির নিট সম্পদের মূল্য প্রদর্শন করে যা কোম্পানির শেয়ারের প্রকৃত মূল্যের (Intrinsic value) পরিচায়ক।
- লভ্যাংশ আয় (Dividend Yield): এটি একটি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের প্রদত্ত ডিভিডেন্ড এবং তার শেয়ারের বর্তমান বাজার মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে। কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদেরকে আয় থেকে লভ্যাংশ দিয়ে থাকে যা ডিভিডেন্ড নামে পরিচিত।
- বাজার মূল্য বই মূল্য অনুপাত (Price to Book Ratio - P/B Ratio): এটি একটি কোম্পানির শেয়ারের বাজার মূল্য এবং তার প্রতি শেয়ারের বই মূল্য (Book Value per Share) এর মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে। এটি কোম্পানির নিট সম্পদের তুলনায় শেয়ারের মূল্যায়ন করে।

এই অনুপাতগুলোর সূত্রসমূহ নিচের টেবিলে দেখানো হলো-

অনুপাতের নাম	সূত্র
শেয়ার প্রতি আয় (Earnings per Share)	নিট আয় / মোট সাধারণ শেয়ার সংখ্যা
মূল্য-আয় অনুপাত (Price to Earnings Ratio - P/E Ratio):	শেয়ারের বাজার মূল্য / প্রতি শেয়ারের আয় (EPS)
নিট সম্পদ মূল্য (Net Asset Value – NAV) লভ্যাংশ আয় (Dividend Yield)	(মোট সম্পদ - মোট দায়) / মোট শেয়ার সংখ্যা প্রতি শেয়ারের বার্ষিক ডিভিডেন্ড /
বাজার মূল্য বই মূল্য অনুপাত (Price to Book Ratio - P/B Ratio):	শেয়ারের বর্তমান বাজার মূল্য শেয়ারের বাজার মূল্য / প্রতি শেয়ারের বই মূল্য

এবার আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখতে পারি কীভাবে আমরা একটি কোম্পানির আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করতে পারি। নিচে উদাহরণ হিসেবে সন্ধ্যাতারা কোম্পানি লিমিটেড এর আর্থিক বিবরণী উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ করা হলো।

সন্ধ্যাতারা কোম্পানি লিমিটেড

স্থিতিপত্র (Balance Sheet)

৩০ জুন ২০২২ তারিখে (As at 30 June 2022)

বিবরণ (Particulars)	মোট	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ (টাকা)	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ (টাকা)
সম্পদ (Assets)			
দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ (Non Current Assets):			
জমি, দালান, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি (Property, plant and equipment)	৪	২৬৩,৩৩২,২৬২	২৫০,০৭৭,৮৬২
অদৃশ্য সম্পত্তি (Intangible assets)	৫	৬৩৯,৯৮২,৮৮৫	৬৪৮,২৯৪,১০৭
অসম্পূর্ণ মূলধনী সম্পত্তি (Capital work in progress)	৬	১,০৩১,০৬০	৭১,৯৭৯,৬৬০
মোট দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ		৯০৪,৩৪৬,২০৭	৯৭০,৩৫১,৬২৯
চলতি সম্পদ (Current Assets):			
মজুদ পণ্য (Inventories)	৭	৫০১,৩৯০,০৬৯	৪৯৪,৯২৬,৯২৪
দেনাদার (Accounts receivable)	৮	৪৭৭,১২৩,৬৯৭	৪৬১,৯৬১,৩২৩
অন্যান্য পাওনা (Other receivable)	৯	৫,২২৪,২৬৯	৫,৭১১,৭১০
অগ্রীম জমাসমূহ (Advance, deposits & prepayments)	১০	৪৯৪,৫৯৫,৮৮৯	৪৪৮,২১৬,৭১০
নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ (Cash and cash equivalents)	১১	৫৬,৯২৮,৪২৪	৪৬,৩৭৭,৬৪৫
মোট চলতি সম্পদ		১,৫৩৫,২৬২,৩৪৮	১,৪৫৭,১৯৪,৩১২
মোট সম্পদ (Total Assets)		২,৪৩৯,৬০৮,৫৫৫	২,৪২৭,৫৪৫,৯৪১
ইক্যুইটি ও দায়সমূহ (Equity and Liabilities)			
শেয়ার হোল্ডারদের ইক্যুইটি (Shareholders' Equity):			
শেয়ার মূলধন (Share capital)	১২	৮৭০,০০০,০০০	৮৭০,০০০,০০০
শেয়ার প্রিমিয়াম (Share premium)	১৩	২৯৪,৫৭৪,৪৫০	২৯৪,৫৭৪,৪৫০
অবণ্টিত মুনাফা (Retained earnings)	১৪	১৯৪,০৪৮,৫৯৪	১৮৪,৫৫৬,৫৩৩
সাধারণ সঞ্চিতি (General reserve)	১৫	২৩৭,৪৯৫,৪০১	২৩৭,৪৯৫,৪০১
মোট শেয়ার হোল্ডারদের ইক্যুইটি		১,৫৯৬,১১৮,৪৪৫	১,৫৮৬,৬২৬,৩৮৪
দীর্ঘমেয়াদি দায় (Non Current Liabilities):			
লিজ অর্থায়ন (Lease finance)	১৬	২,০৩৮,৩১৪	-
প্রজেক্ট ঋণ (Project loan)	১৭	২৬,২৫০,০০০	২৬,২৫০,০০০
মোট দীর্ঘমেয়াদি দায়		২৮,২৮৮,৩১৪	২৬,২৫০,০০০
চলতি দায় (Current Liabilities):			
পাওনাদার (Accounts payables)	১৮	২৮,০২২,৩৯৩	৩৪,৮৪৮,৫৪২
স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক ঋণ (Bank overdraft)	১৯	৫০৩,৭৯৯,৪০১	৫২৪,০৮৮,৪৬০
পরিচালকদের থেকে গৃহীত ঋণ (Loan from Director's)	২০	৩২২,৩৬৩	৯২৭,৩৬৫
ব্যয়ের বিপরীতে প্রদেয় (Payable for expenses)	২১	২১,১৭১,৫৪৭	৯,২২৭,৭০৪
অন্যান্য দায় (Other liabilities)	২২	২৩৬,৮২৮,৬২০	১৬১,৭৮২,৯৯৯
দীর্ঘমেয়াদি ঋণের চলতি অংশ (Current portion of long term loan)	২৩	১৯,৫২৭,৮১২	২০,৮৭৪,৭৬০
অপরিশোধিত আয়কর (Income tax payable)	২৪	৫,৫৩০,৬৬৩	১২,৯১৯,৭৩০
মোট চলতি দায়		৮১৫,২০২,৭৯৯	৭৬৪,৬৬৯,৫৬০
মোট দায় (Total Liabilities)		৮৪৩,৪৯১,১১৩	৭৯০,৯১৯,৫৬০
মোট ইক্যুইটি ও দায় (Total Equity & Liabilities)		২,৪৩৯,৬০৯,৫৫৮	২,৩৭৭,৫৪৫,৯৪৪
শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (NAV per share)	৫৩	১৮.৩৫	১৮.২৪

সন্ধ্যাতারা কোম্পানি লিমিটেড
আয়-ব্যয় বিবরণী (Income Statement)
৩০ জুন ২০২২ তারিখে (As at 30 June 2022)

	২০২২	২০২২
বিক্রয়লব্ধ আয় (Revenue)	১৫৯০৪৫৯৬৮	১৫৯০৪৫৯৬৮
বিক্রিত পণ্য বা সেবার খরচ (Cost of Goods Sold)	(১০০৫৯৩৬৩১)	(১০০৫৯৩৬৩১)
বিক্রয়লব্ধ মুনাফা (Gross Proft)	৫৮৪৫২৩৩৭	৫৮৪৫২৩৩৭
পরিচালন ব্যয় (Operating Expenses)		
সাধারণ ও প্রশাসনিক ব্যয় (General and Administrative Expenses)	২৫০৩৭২১১	২৫০৩৭২১১
বিক্রয় ও বিতরণী খরচ (Selling and Distribution Expenses)	৯৬৩৫২৫৯	৯৬৩৫২৫৯
অন্যান্য পরিচালনগত ব্যয় (Other Operating Expenses)	২৬৮৯৪৮৭	২৬৮৯৪৮৭
মোট পরিচালনা ব্যয় (Total Operating Expenses)	(৩৭৩৬১৯৫৭)	(৩৭৩৬১৯৫৭)
পরিচালনগত লাভ/লোকসান (Operating Profit/Loss)		
পরিচালনগত বহির্ভূত আয় (Non-Operating Income)	২১০৯০৩৮০	২১০৯০৩৮০
আর্থিক খরচপূর্ব লাভ/লোকসান (Profit and Loss before Finance Cost)	৭৩২০	৭৩২০
আর্থিক খরচ (Finance Cost)	২১০৯৭৭০০	২১০৯৭৭০০
আর্থিক আয় (Finance Income)	(১২৯৭৯৫৭৩)	(১২৯৭৯৫৭৩)
	৩০৭৫৫২৫	৩০৭৫৫২৫
শ্রমিক হিস্যাপূর্ব মুনাফা (Profit and loss before Finance Cost)		১১১৯৩৬৫২
	১১১৯৩৬৫২	
শ্রমিকদের প্রদেয় লাভের অংশ (Contribution to WPPF)		(৫৩৩০৩১
	(৫৩৩০৩১)	
আয়কর পূর্ব মুনাফা (Net Profit/Loss before Income Tax)	১০৬৬০৬২১	১০৬৬০৬২১
আয়কর খরচ (Income Tax Expenses)	(২৩২৬৬০)	(২৩২৬৬০)
নিট লাভ/লোকসান (Net Profit/Loss)	১০৪২৭৯৬১	১০৪২৭৯৬১
মোট শেয়ার সংখ্যা (Total Number of Shares)	৮৭০০০০০০০	৮৭০০০০০০০
শেয়ার প্রতি আয় (Earning Per Share)	০.১২	০.১২

সন্ধ্যাতারা কোম্পানি লিমিটেড
মূলধন পরিবর্তনের বিবরণী(Statement of Changes in Equity)
৩০ জুন ২০২২ তারিখে (As at 30 June 2022)

বিবরণ	পরিশোধিত মূলধন (টাকা)	শেয়ার প্রিমিয়াম (টাকা)	অবণ্টিত মুনাফা (টাকা)	সাধারণ সঞ্চিতি (টাকা)	মোট ইক্যুইটি (টাকা)
১ জুলাই ২০২২ তারিখে স্থিতি (Balance as at 01 July 2022)	৪৭০,০০০,০০০	২৯৪,৫৭৮,৪৯০	১৮৪,৬৯৬,৬৩৩	২৩৭,৪২৫,৪০১	১,১৮৬,৬৯১,৪৯৪
হিসাব সময়ের মুনাফা (Total comprehensive income for the period)	-	-	১০,৪২৭,৯৬১	-	১০,৪২৭,৯৬১
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয় (Prior year adjustment)	-	-	-	-	-
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে স্থিতি (Balance as at 30 September 2022)	৪৭০,০০০,০০০	২৯৪,৫৭৮,৪৯০	১৯৫,১২৪,৫৯৪	২৩৭,৪২৫,৪০১	১,১৯৭,১১৯,৪৫৫

বিবরণ	পরিশোধিত মূলধন (টাকা)	শেয়ার প্রিমিয়াম (টাকা)	অবণ্টিত মুনাফা (টাকা)	সাধারণ সঞ্চিতি (টাকা)	মোট ইক্যুইটি (টাকা)
১ জুলাই ২০২১ তারিখে স্থিতি (Balance as at 01 July 2021)	৭২০,০০০,০০০	৩১০,২০১,৪৫৪	৮৩,৪২৮,৩০১	২৪৯,৭২০,২৩৪	১,৩৬৩,৩৫০,৩৮৯
হিসাব সময়ের মুনাফা (Total comprehensive income for the period)	-	-	(৪,১৪০,৬০৬)	-	(৪,১৪০,৬০৬)
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয় (Prior year adjustment)	-	-	১০৯,৫১৪	-	১০৯,৫১৪
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে স্থিতি (Balance as at 30 September 2021)	৭২০,০০০,০০০	৩১০,২০১,৪৫৪	৭৯,৩৯৭,২০৯	২৪৯,৭২০,২৩৪	১,৩৫৯,৩১৯,২৯৭

সন্ধ্যাতারা কোম্পানি লিমিটেড এর অনুপাত বিশ্লেষণ নিচে দেয়া হলো।

অনুপাতের নাম	২০২১	২০২২	মন্তব্য
মোট লাভ অনুপাত (Gross Profit Margin)	৩৫.১৭%	৩৬.৭৫%	বেড়েছে যেহেতু বিক্রয় বেড়েছে
নিট লাভ অনুপাত (Net Profit Margin)	-৩.১৫%	৬.৫৬%	বেড়েছে
মূলধনের উপর আয়ের অনুপাত (Return on Equity)	-০.২৬%	০.৬৫%	বেড়েছে
সম্পদের উপর আয়ের অনুপাত (Return on Assets)	-০.১৮%	০.৪৫%	সম্পদের উপর আয়ের হার বেড়েছে
চলতি অনুপাত (Current Ratio)	১.৮৭	১.৭৬	ভালো অবস্থা যদিও চলতি দায় বেড়েছে
তড়িত অনুপাত (Quick Ratio)	০.৮৭	০.৭৬	কমেছে যেহেতু চলতি দায় বেড়েছে
দায় মালিকানা অনুপাত (Debt to Equity Ratio)	০.৪৭	০.৫৬	ঋণের পরিমাণ বেড়েছে
মোট সম্পদ অনুপাত (Debt to Total Assets Ratio)	০.৩২	০.৩৬	সম্পদের অনুপাতে ঋণ বেড়েছে
সম্পদ আবর্তন অনুপাত (Asset Turnover Ratio)	০.০৫৬	০.০৬৪	সম্পদের ব্যবহার করে বিক্রয় বেড়েছে
মজুদ আবর্তন অনুপাত (Inventory Turnover Ratio)	০.১৯	০.২১	বেড়েছে যা কোম্পানির জন্য ভালো
দেনাদার আবর্তন অনুপাত (Receivables Turnover Ratio)	০.৩০	০.৩৩	দেনাদার বেড়েছে যেহেতু বিক্রয় বেড়েছে

এভাবে আমরা অনুপাত বিশ্লেষণ করে দুই বা ততোধিক বছরের জন্য কোম্পানির আর্থিক অবস্থা যাচাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

বিবিধ

দৈনন্দিন লেনদেনে বিনিয়োগকারীদের সতর্কতা

- **Auto Client:** যে লেনদেনে প্রকৃতপক্ষে সুবিধাভোগী মালিকানার পরিবর্তন হয় না। ঐ লেনদেনের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে ক্রেতা ও বিক্রেতা হিসেবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ব্যক্তিটি তার বিক্রয়কৃত শেয়ার নিজেই ক্রয় করে। এ ধরনের লেনদেনকে বাজার মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে।
- **Short Sale:** এমন সিকিউরিটিজ বিক্রয় করা যার মালিকানা, বিক্রেতা অর্জন করে নাই অর্থাৎ তার ধারণকৃত পরিমাণের অধিক সে বিক্রয় করে। এরূপ ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ নিষ্পত্তি (settlement) তে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।
- **Front Running Client:** যখন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির বড় ধরনের ক্রয়ের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হয়ে পূর্বেই কম মূল্যে সিকিউরিটিজ ক্রয় করে অপর ব্যক্তির ক্রয় হতে মূল্য বৃদ্ধির কারণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুনাফা করে। একইভাবে যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির বড় ধরনের বিক্রয়ের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হয়ে পূর্বেই বিদ্যমান অধিক মূল্যে বিক্রয় করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুনাফা করে।
- **Circular Movement:** যখন কোনো সিকিউরিটিজ এর মালিকানা পূর্ব পরিকল্পিত লেনদেনের মাধ্যমে অপর ব্যক্তির হাত ঘুরে প্রথম ব্যক্তির নিকট ফিরে আসে, এ ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি তাদের মধ্যে একাধিক কৃত্রিম লেনদেন সম্পন্ন করে কোনো সিকিউরিটিজ এর লেনদেনের পরিমাণ ও মূল্য প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।
- **Spoofing:** কোনো ব্যক্তি যদি কোনো সিকিউরিটিজ ক্রয়/বিক্রয় করার ক্ষেত্রে অব্যাহতির পূর্বে বিপরীতমুখী আদেশ (বিক্রয়/ক্রয়) প্রদান করার মাধ্যমে সিকিউরিটিজের বাজারমূল্যকে নিজের সুবিধামতো প্রভাবিত করতে চায়।
- **Trade Concentration:** কোনো হিসাবধারী/ব্রোকার কোনো সিকিউরিটিজ পর পর ৩ কার্যদিবসে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্রয় বা বিক্রয় করলে।
- **Press Release Warning:** কোনো কোম্পানির মূল্য সংবেদনশীল তথ্য যেদিন প্রকাশ করা হয় তার পূর্বে (নিকটবর্তী সময়ে) যদি ঐ সংবেদনশীল তথ্যের প্রভাব লেনদেন ও মূল্যে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ তথ্যটি জনগণের নিকট প্রকাশের পূর্বেই যদি কেউ জেনে লাভবান হতে চায়।
- **Insider Turnover Net Client/Broker:** কোনো কোম্পানির মূল্য সংবেদনশীল তথ্য যেদিন প্রকাশ করা হয় তার পূর্বে (নিকটবর্তী সময়ে) যদি কোনো ক্লায়েন্ট/ব্রোকার লেনদেন এর অবস্থান পরিবর্তন করে।
- **Marking the Close:** কোনো কোম্পানির শেয়ারের দিনের সর্বশেষ মূল্য যদি ১০ মিনিট পূর্বের মূল্য হতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ক্রয়/বিক্রয় করে বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হয়।
- **Closing Price:** কোনো সিকিউরিটিজ এর মূল্য আগের দিনের সর্বশেষ মূল্য অপেক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে।
- **Order Spread:** যখন কোনো সিকিউরিটিজের ক্রয়/বিক্রয় আদেশের মূল্য, ঐ সিকিউরিটিজের ঠিক পূর্ববর্তী ক্রয়/বিক্রয় আদেশের মূল্য অপেক্ষা উল্লেখযোগ্যহারে কম বা বেশি হয়।

বিনিয়োগকারীদের জন্য পালনীয় শর্তাদি ও বিনিয়োগের মৌল নির্দেশক সমূহ

▶ মার্জিন রুলস (Margin Rules)

(Rule-3 (5) of Margin Rulles, 1999) ধরুন, আপনি ১০০.০০ টাকা জমা দিয়ে শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি BO Account খুললেন এবং ১:১ [যা সময়ে সময়ে পরিবর্তন হতে পারে] অনুপাতে আরও ১০০ টাকা ঋণ নিলেন এবং ঋণসহ মোট ২০০ টাকার শেয়ার ক্রয় করলেন। পরবর্তীতে মার্কেট Fall করার কারণে আপনার Market Value of Securities যদি ১৫০ টাকা হয়, তবে বর্ণিত মার্জিন রুলস অনুযায়ী Broker Margin Call করবে। এরপরেও যদি ঐ শেয়ারের বাজার মূল্য কমে ১২৫ টাকায় আসে তাহলে ব্রোকার বিনিয়োগকারীর সম্মতি ছাড়াই উক্ত শেয়ার বিক্রয় করে তার প্রদত্ত ঋণ সমন্বয় করতে পারবে।

▶ সিঙ্গেল এক্সপোজার লিমিট (Single Exposure Limit)

একক বিনিয়োগকারীর Loan Exposure Limit হবে পূর্ববর্তী ৩ মাসের Net Capital Balance এর গড় (Average) এর ২৫% অর্থাৎ কোনো একক বিনিয়োগকারীর পূর্ববর্তী ৩ (তিন) মাসের Net Capital Balance যথাক্রমে October এ ১০০ টাকা, November এ ২০০ টাকা, December এ ২৫০ টাকা হলে এই বিনিয়োগকারীর Exposure Limit হবে নিম্নরূপ (১০০+২০০+২৫০)/৩ টাকা = (৫৫০/৩) টাকা= ১৮৩.৩৩ টাকার ২৫% = ৪৫.৮৩ টাকা ঋণ নিতে পারবেন।

▶ লভ্যাংশের নীতি (Dividend Policy)

Dividend হলো কোম্পানির মুনাফা (Profit), সাধারণ রিজার্ভ (General Reserve) বা সংরক্ষিত তহবিলের সেই অংশ যা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। Dividend নগদ টাকা (Cash) বা স্টক (Share) অথবা উভয় আকারে প্রদান করা যেতে পারে। শেয়ারের বাজার মূল্য যাই-ই হোক না কেন লভ্যাংশ সবসময় সংশ্লিষ্ট শেয়ারের অভিহিত মূল্যের হার হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

লভ্যাংশ বিতরণ

কোম্পানি কী পরিমাণ লভ্যাংশ বিতরণ করবে তা ঐ কোম্পানির লভ্যাংশ সংক্রান্ত নীতিমালার উপর নির্ভর করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি নিজ কর্তৃত্বে যে কোনো পরিমাণ লভ্যাংশ বিতরণের ক্ষমতা রাখলেও কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলোকে মুনাফার সর্বোচ্চ কত শতাংশ লভ্যাংশ হিসেবে বিতরণ করতে হবে তা বিএসইসি সময়ে সময়ে নির্ধারণ করে দেয়। বর্তমানে একটি মিউচ্যুয়াল ফান্ড তার আয়ের সর্বোচ্চ ৬৫% লভ্যাংশ হিসেবে বিতরণ করতে পারে। অন্যদিকে বিমা আইন অনুসারে জীবনবিমা কোম্পানিগুলো তাদের মুনাফার সর্বোচ্চ ২০% লভ্যাংশ হিসেবে বিতরণ করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, ABC কোম্পানির প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা, বাজার মূল্য ১০০ টাকা, এমতাবস্থায় কোম্পানিটি ২০% লভ্যাংশ ঘোষণা করলে শেয়ারহোল্ডারগণ বা বিনিয়োগকারীগণ যে মূল্যেই উক্ত শেয়ারটি ক্রয় করেন না কেন তিনি প্রতি শেয়ারে ২ টাকা লভ্যাংশ পাবেন।

▶ সংবাদ পর্যালোচনা: এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সাম্প্রতিক ও বিগত সময়ের খবর/তথ্যাদি দেখুন। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত দেশবিদেশের অর্থনীতি ও ব্যবসার সংবাদগুলো পর্যবেক্ষণ করুন। তাহলে বিনিয়োগের জন্য সম্ভাবনাময় খাত ও কোম্পানি চিহ্নিত করা অনেক সহজ হবে।

▶ মোট শেয়ারের সংখ্যা: আর দেখুন তার কতটুকু Free float অর্থাৎ লেনদেনের জন্য বাজারে কত শেয়ার উন্মুক্ত আছে। চাহিদা-যোগানের সূত্র অনুসারে শেয়ার সংখ্যা কম হলে তার মূল্য বাড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অন্যদিকে শেয়ার সংখ্যা বেশি হলে বাজারে তা অনেক বেশি সহজলভ্য হয়। এছাড়া নিয়মিত ভালো অঙ্কের লেনদেন হয় এমন শেয়ার কেনা ভালো, কারণ কোনো কারণে জরুরি ভিত্তিতে টাকার প্রয়োজন হলে সহজেই শেয়ার বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু নিয়মিত লেনদেন হয় না এমন শেয়ারে বিনিয়োগ করা হলে জরুরি ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রত্যাহার সম্ভব নয়।

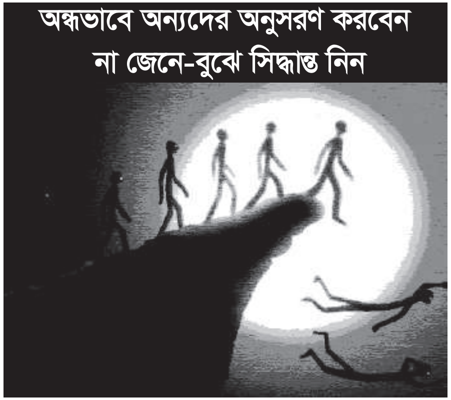

- এক্সচেঞ্জ এখন ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। একটু মাথা খাটালেই বছর শেষে কী পরিমাণ লাভ হতে পারে তা জানা সম্ভব।

- আপনি যে কোম্পানির শেয়ার কিনবেন সে কোম্পানির goodwill ও তার পরিচালকদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনায় নিতে হবে। একটি কোম্পানি কতটুকু ভালো ব্যবসা করবে, ব্যবসা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা কতটুকু তা নির্ভর করে এর উদ্যোক্তাদের দূরদর্শিতা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার উপর। সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষণে পরিচালকগণ কতটুকু আন্তরিক তা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বিবেচ্য বিষয়।

তালিকাভুক্ত কোম্পানির সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার

- বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) ও বিশেষ সাধারণ সভা (EGM) এর যথাক্রমে অন্ততঃ ১৪ (চৌদ্দ) দিন এবং ২১ (একুশ) দিন পূর্বে নোটিশ পাওয়ার এবং এতে অংশগ্রহণের অধিকার (কোম্পানি আইনের ধারা-৮৫);
- কোম্পানির ঘোষিত লভ্যাংশ অনুমোদনের অধিকার:
- নিরীক্ষক নিয়োগ অনুমোদনে অংশগ্রহণের অধিকার;
- বার্ষিক আর্থিক বিবরণী অর্থাৎ ব্যালেন্সশিট, লাভ-লোকসান হিসাব ও নগদ প্রবাহ বিবরণী এবং নিরীক্ষক ও পরিচালকদের প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভা'র অন্তত: ১৪ দিন পূর্বে পাওয়ার অধিকার (কোম্পানি আইনের ধারা ১৯১);

নিরীক্ষিত বার্ষিক বা অনিরীক্ষিত অর্থ বছরের আর্থিক বিবরণী পাওয়ার অধিকার। এছাড়া ইস্যুয়ার কোম্পানির আর্থিক অবস্থা জানার অধিকার অর্থাৎ প্রথম প্রান্তিক ও তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ইস্যুয়ারের ওয়েবসাইটসহ দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত হবে: যা বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ-কালে পর্যালোচনা করতে পারেন;

- লভ্যাংশ ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে লভ্যাংশ প্রাপ্তির অধিকার;
- কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধির জন্য রাইটস শেয়ার ইস্যু করলে বিদ্যমান শেয়ারের অনুপাতে তা (Rights Share) পাওয়ার (কোম্পানি আইনের ধারা ১৫৫) এবং গ্রহণ বা হস্তান্তর করার অধিকার;
- কোম্পানি বিলুপ্ত হলে সকল দায় এবং অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের দাবি পূরণের পর অবশিষ্ট সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার;
- কারচুপি বা দায়িত্ব পরিপালন না করার জন্য নিরীক্ষক, পরিচালক, কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার:
- পরিশোধিত মূলধনের ১/১০ অংশ বা ততোধিক শেয়ারের অধিকারী শেয়ার মালিকগণ কর্তৃক EGM ডাকার অধিকার (কোম্পানি আইনের ধারা-৮৪):
- কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ও বার্ষিক সভার কার্যবিবরণী পাওয়ার অধিকার;
- ম্যানেজার নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তির সারাংশ প্রাপ্তির অধিকার (কোম্পানি আইনের ধারা-১৩২);
- সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের আশ্রয় নেয়ার অধিকার (কোম্পানি আইনের ধারা-২৩৩);
- কোম্পানির অনুমোদিত পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির বিষয়ে মতামত প্রদানের অধিকার:
- স্বীয় পরিশোধিত মূলধনের অধিক দায় গ্রহণ না করার অধিকার;
- পুঁজিবাজার বিষয়ক অভিযোগ দাখিল করার অধিকার (https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/)

আয়কর সংক্রান্ত সুবিধাদি

২০২৪-২৫ অর্থবছরে আয়কর সংক্রান্ত সুবিধাদি হলোঃ

- শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের উপর ১৫% পর্যন্ত কর রেয়াত (Rebate) পাবে।
- শেয়ারবাজারে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত মূলধনি লাভ (Capital Gain) করমুক্ত । ৫০ লাখ টাকা অতিক্রম করলে মূলধনি লাভের ওপর ১৫ শতাংশ হারে আয়কর দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, আয়কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সরকার কর্তৃক প্রতি অর্থবছরে পরিবর্তন হতে পারে।

আপনার অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণের জন্য করণীয়

পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ আমলে নিয়ে তা স্বল্প সময়ে নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর হতে অনলাইনভিত্তিক দ্য কাস্টমার কমপ্লেইন্ট এড্রেস মডিউল (সিসিএএম) ব্যবস্থা চালু রয়েছে। দেশি/বিদেশি/অনিবাসী বাংলাদেশিসহ যেকোনো পর্যায়ের বিনিয়োগকারী যেকোনো প্রান্ত থেকে স্বয়ংক্রিয় এই মডিউলের মাধ্যমে বাংলা/ইংরেজি ভাষায় তার অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। সেবাটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করা হয় বলে পূর্বের ন্যায় এখন আর লিখিত অভিযোগ দাখিল করার প্রয়োজন হয় না।

সিসিএএম ব্যবহারের জন্য বিদ্যমান এক্সেস লিংকটি বিএসইসির হোমপেজে ইতোমধ্যে সংযুক্ত করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে এই লিংকটি ডিএসই, সিএসই, সিডিবিএল এর ওয়েবসাইট থেকেও অ্যাক্সেস করা যাবে। লিংকটি হলোঃ
https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/

লিংকটির কিউআর কোডঃ

পুঁজিবাজারে মিডিয়ার প্রভাব এবং সচেতন বিনিয়োগকারীর করণীয়

দৈনন্দিন বিভিন্ন বিষয়ের মতো মিডিয়া সেক্টর প্রতিনিয়ত জনসাধারণকে তথা বিনিয়োগকারীদেরকে সচেতন করে যাচ্ছে। তবে সকল ক্ষেত্রের মতো পুঁজিবাজারেও বিভিন্ন ইতিবাচক ও নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশিত হয়। যথাযথ তথ্যভিত্তিক নয় এমন সংবাদের উপর প্রভাবিত না হয়ে নিচের কয়েকটি প্রেক্ষাপট মনে রাখা দরকার। যেমনঃ

- সংবাদ পরিবেশনে সাধারণত মিডিয়ার ফোকাস থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংগতি তুলে ধরা। পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো সেক্টর সম্পর্কে বিভিন্ন অসংগতিপূর্ণ খবর, পুঁজিবাজারের ধস বা মুদ্রাস্ফীতির প্রচারণায় কখনো কখনো মিডিয়ার ফোকাস থাকে। এ ধরনের নেতিবাচক খবর প্রচারের ফলে পুঁজিবাজারের দৈনন্দিন ভালো দিকগুলো নিয়মিতভাবে প্রচারণায় উঠে আসে না।

- মিডিয়া কখনো কখনো তথ্যনির্ভর সংবাদ পরিবেশনের চেয়ে পত্রিকার কাটতি বাড়ায় অথবা বিজ্ঞাপনী আয় বাড়ায় এমন সংবাদকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সংবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্য ও বিনেয়োগকারীর উদ্দেশ্যের পার্থক্য থাকতে পারে । বিনিয়োগকারী যদি উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণে সচেতন না হয় তবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

- পুঁজিবাজার সম্পর্কিত মিডিয়া প্রতিবেদন যারা তৈরি করছেন তাদের সকলেরই যে প্রফেশনাল ট্রেডার এবং বিনিয়োগকারীদের ন্যায় একই ধরনের দক্ষতা রয়েছে বিষয়টি একদম সঠিক নয়। দেখা যায় কখনো কোনো মিডিয়া একটি স্টকের হঠাৎ ব্যাপক দরপতনকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের প্রতিবেদনে প্রকাশ করছে। এক্ষেত্রে উক্ত স্টকের দরপতন সম্পর্কিত যথার্থ কারণ অথবা দরপতনটি যে সাময়িক অথবা দরপতনটি যে বড় ধরনের কোনো আর্থিক ঝুঁকির ইঙ্গিত দিচ্ছে সেসকল বিষয়ে প্রতিবেদনকারীর যথাযথ পরীক্ষিত জ্ঞান নাও থাকতে পারে।

- পুঁজিবাজারে সক্রিয় মিডিয়াসমূহ দ্বারা পরিবেশিত খবরে বিভিন্ন ধরনের তথ্য থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যের উপস্থাপন সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কখনো কখনো ধাঁধায় ফেলে দিতে পারে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের বিশ্বস্ত সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

- কোনো নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান তার প্রেস রিলিজের মাধ্যমে যদি কৃত্রিমভাবে তাদের শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির কিছু ইঙ্গিত প্রদান করে এবং কোনো মিডিয়া যদি তার পক্ষে ফলাও করে রিপোর্ট করে তবে এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পরিশেষে পুঁজিবাজারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে একজন বিনিয়োগকারীকে নিম্নেবর্ণিত কয়েকটি চর্চা অভ্যাসে পরিণত করতে হবেঃ

- প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্তের উপর ভিত্তি করে একটি যথাযথ আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং উক্ত পরিকল্পনার উপর দৃঢ় থাকা;
- যেকোনো স্টকে বিনিয়োগের বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মৌলভিত্তিক বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দেয়া। আর্থিক পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে স্টক নির্বাচন ও পোর্টফোলিও গঠন করা। সঠিক মৌলভিত্তিক বিশ্লেষণোত্তর সিদ্ধান্ত স্টক ক্রয়/বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রেই ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখে।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ অর্থবিষয়ক বিশ্লেষকের নিকট হতে নিজের আর্থিক পরিকল্পনার বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করা।

সাইবার সিকিউরিটি এবং আমাদের করণীয়

বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। এই তথ্য প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল কর্মকাণ্ডের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রভাব স্পষ্ট। শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, বিনোদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, এমনকি আমাদের চিন্তাভাবনার ধরনও প্রযুক্তির প্রভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। ইন্টারনেট আধুনিক জীবনের অপরিহার্য অংশ হলেও এর সাথে রয়েছে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, হয়রানি এবং সাইবার অপরাধের মতো নানা ঝুঁকি। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সাইবার অপরাধ মোকাবিলা করা এবং সেসব সাইবার অপরাধকে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন সাইবার নিরাপত্তা। পুঁজিবাজার একটি প্রযুক্তিনির্ভর বাজার। তাই এখানে সবধরনের বিনিয়োগকারীর জন্য ন্যূনতম সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক।

সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে জানার আগে একজন বিনিয়োগকারীর প্রচলিত সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কে জানা জরুরি, যেমনঃ

- সাইবার অপরাধী কারো ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা ক্রেডিট কার্ডের তথ্য চুরি করে ডার্ক ওয়েবে বিক্রি করতে পারে অথবা মুক্তিপণ না দেয়া পর্যন্ত ব্যক্তির তথ্যসমূহ অবরুদ্ধ করে রাখতে পারে;
- সাইবার অপরাধী ফিশিং এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো সাইটে লগইন এর জন্য ব্যবহৃত ই-মেইল ও পাসওয়ার্ড হ্যাক করতে পারে;
- ইন্টারনেট ব্যবহারকারী কর্তৃক কোনো ওয়েবসাইট থেকে ফ্রি সফটওয়্যার ডাউনলোড করার লিংক ব্যবহারের মাধ্যম সাইবার অপরাধীগণ ব্যবহারকারীর সিস্টেমে ব্যাক ডোর ম্যালওয়্যার ইন্সটলেশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

এছাড়াও আরো বিভিন্ন উপায়ে একজন বিনিয়োগকারী সাইবার ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। তাই সাইবার ঝুঁকি নিরসনে সব ধরনের নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি, অ্যাপলিকেশন সিকিউরিটি, ইন্টারনেট সিকিউরিটি, ক্লাউড সিকিউরিটি ইত্যাদি যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

সাইবার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য একজন বিনিয়োগকারীকে সবসময় কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেমনঃ

১. প্রযুক্তিগত সকল ক্ষেত্রে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড (Capital Letters, Small Letters, Numbers, Special Characters ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরি) ব্যবহার করতে হবে;
২. ওয়েব ব্রাউজার এ পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে;
৩.ওয়েব ব্রাউজারের তথ্য সবসময় মুছে ফেলা উচিত;
৪. ওয়েব ব্রাউজারের অটোফিল সুবিধা নিষ্ক্রিয় রাখা উচিত;
৫.সবসময় আপডেটেড ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করার প্রচেষ্টা রাখা উচিত;
৬.সবসময় সক্রিয় ও হালনাগাদ অ্যান্টি ভাইরাস ব্যবহার করা উচিত;
৭. যেকোনো ধরনের ইন্টারনেটভিত্তিক লেনদেনে ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড সংক্রান্ত তথ্য (পিন নাম্বার, সিভিভি নাম্বার) সরবরাহের ক্ষেত্রে ই-কমার্স ওয়েবসাইট-টিতে https Ges sslভিত্তিক সিকিউরিটি সুবিধা রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে;
৮.সোশ্যাল মিডিয়া ওয়েবসাইট/অ্যাপলিকেশনগুলোতে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

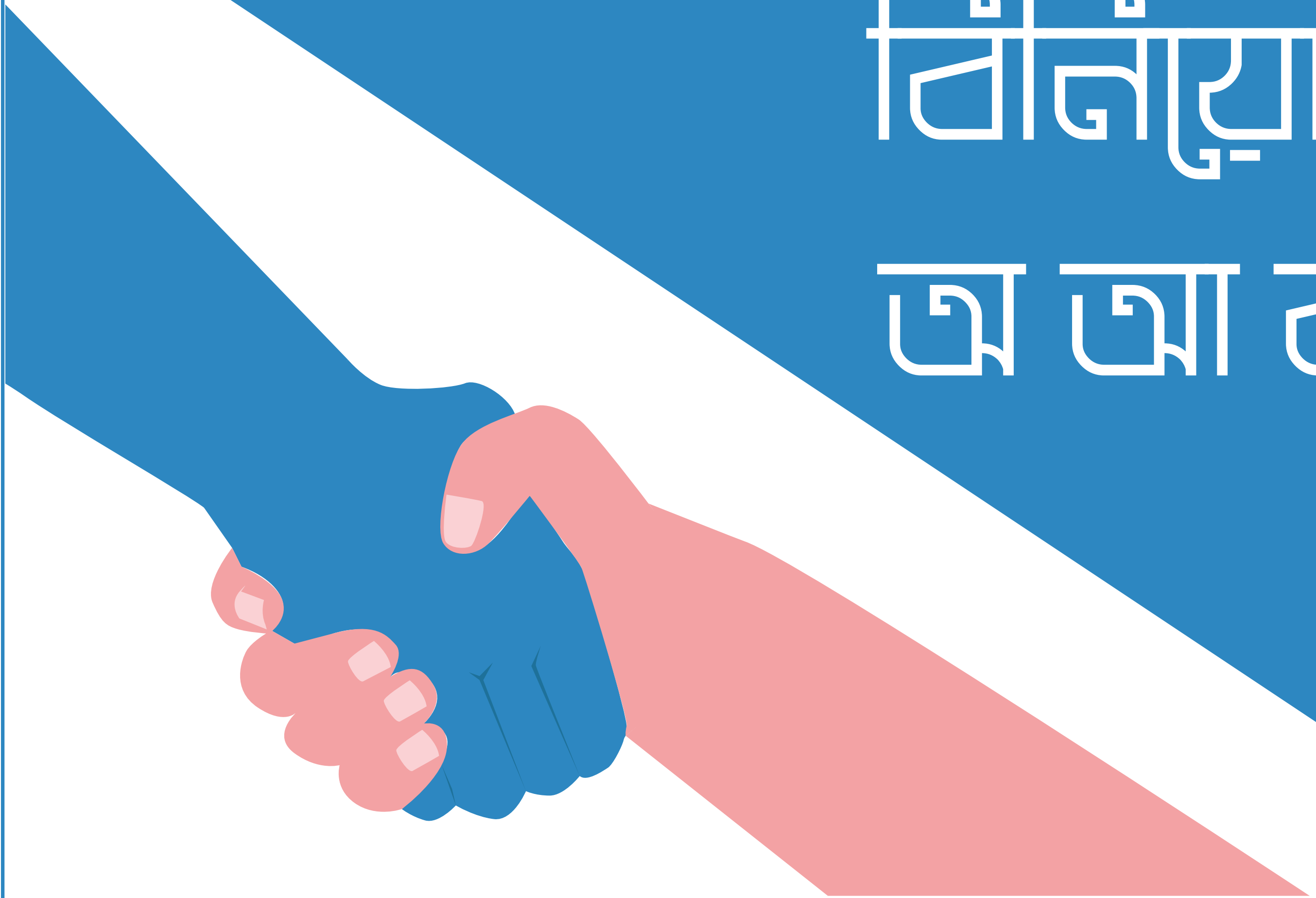পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের অ আ ক খ